Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সময়ের গুরুত্ব

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মারিয়া আনজুম রিফা

রোলঃ 227020370

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সময়ের গুরুত্ব

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

<u>তত্ত্বাবধায়নেঃ</u>

মাও: আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

<u>জমা দিয়েছেনঃ</u>

মারিয়া আনজুম রিফা

রোলঃ 227020370

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " সময়ের গুরুত্ব " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মারিয়া আনজুম রিফা , আইডিঃ 227020370 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " সময়ের গুরুত্ব " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আলী হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Rifa

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

মারিয়া আনজুম রিফা

আইডিঃ 227020370

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

১। ভূমিকা 1

২। সময়ের মৌলিক ধারণা: 2

৩। সময়ের পরিচয় 3

৪।সময়ের বৈশিষ্ট্য 5

৫।সময়ের পরিচর্যা 6

৬।সময়ের বর্গক্ষেত্র 6

৭।সময়ের মূল্য 8

৮।ইবাদাতে সময়ের মূল্য 9

৯। সময় কখনো ফিরে আসেনা 10

১০।সময় থেকে উপকৃত হওয়া 10

১১। সময়ের সদ্ব্যবহার 12

১২।সময় একটি গোপনীয় নিয়ামত 13

১৩।সময়কে সঠিকভাবে ব্যবহারের উপায় 14

১৪।সময়ই জীবন 15

১৫।সময় মানুষের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ 16

১৬।সময়ের তিন ভাগ 17

১৭।সময় বিন্যাস 19

১৮।উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত কাজ 21

১৯। কুরআনের আলোকে সময় 22

২০।হাদীসের আলোকে সময় 22

২১।মুসলিম মহামনীষীদের সময়ের মূল্যায়ন 23

২২।ছাত্রজীবনে সময়ের মূল্য 24

২৩।যৌবনে সময়ের মূল্য 25

২৪।দুনিয়াতে সময়ের মূল্য 26

২৫। অবসরে সময়ের মূল্য 27

২৬। সময় ও অলসতা 27

২৭।সময় সংরক্ষণের কতিপয় মূলনীতি 29

২৮। সময় নষ্ট করার অপরাধ 30

২৯। সময় অপচয়ের দিকগুলো 31

৩০।সময় অপচয়ের কুফল 32

৩১।উপসংহার 33

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

‘সময়ের গুরুত্ব’

১। ভূমিকা

Time and tide wait for none. সময় ও নদীর স্রোত কারো জন্য অপেক্ষা করে না। বাক্যটি ক্ষুদ্র হলেও ব্যাপক অর্থবোধক। এটি একটি বাস্তব সত্য ।মানুষ এতে খুঁজে পায় তার জীবনের মূল্য। এ বাক্যটি মানব জীবনে কেবল আগ্রহ- উদ্দীপনা ও প্রেরণা জাগায় শুধু তা-ই নয়,বরং এটি একজন মানুষকে দান করে নতুন জীবন। সময়ই তার জীবন।এর সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষ জান্নাতের সুউচ্চ আসনে পৌঁছাতে পারে।অপ্রদিকে এর প্রতি অবহেলা করে সে নিক্ষিপ্ত হয় জাহান্নামের অতল দেশে।

সময় মানুষের জীবনে অপরিহার্য একটি উপাদান। এটি এমন একটি অমূল্য সম্পদ, যা একবার চলে গেলে পুনরুদ্ধার করা সম্ভব নয়। মানুষের জীবনকাল সীমিত, এবং এই সীমিত সময়ে কতটুকু কার্যকরভাবে সম্পন্ন করা যায় তা নির্ভর করে সময় ব্যবস্থাপনার উপর। ইসলামে সময়ের গুরুত্ব অত্যন্ত গভীরভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, কারণ সময়কে আল্লাহ তাআলা তাঁর সৃষ্টির সবচেয়ে মূল্যবান উপহার হিসেবে দিয়েছেন। সময় শুধু একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ বা সীমাবদ্ধ মুহূর্ত নয়, বরং এটি একটি মূল্যবান সম্পদ, যা সঠিকভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যক্তি, সমাজ, এবং জাতি উন্নতি লাভ করতে পারে।মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সময় একটি মূল্যবান উপাদান। জীবনে সফলতা অর্জনের অন্যতম প্রধান শর্ত হলো সময়ের সঠিক ব্যবহার। সময়ের সদ্ব্যবহার মানুষকে উন্নতির চূড়ায় পৌঁছে দিতে পারে, অপরদিকে সময়ের অপচয় জীবনে ব্যর্থতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

সময় এক মহামূল্যবান নিয়ামত।মানব জীবনে তার বিশেষ মূল্য রয়েছে।সময়ের সাথে জড়িয়ে আছে মুসলিমদের নানা ধরনের দায়িত্ব ও কর্তব্য। সর্বত্তোম যুগে তথা প্রথম যুগের মুসলিমরা সময়ের সাথে কীরকম আচরণ করতেন- তা এখন আমাদের চোখের সামনে।তারা সময়কে খুব হিসাব নিকাশ করে খরচ করতেন।তাদের কাছে টাকা -পয়সা, ধন-সম্পদের চেয়ে সময়ের গুরুত্ব বেশি ছিলো। কিন্তু বর্তমানে আমাদের কাছে সময়ের মূল্য নেই বললেই চলে,আমরা অযথা সময় নষ্ট করে আমাদের দিন কাটিয়ে দেই । আর তারা চেষ্টা করতেন সময়ের প্রতিটি অংশকে কোনো না কোনো উপকারী কাজে লাগাতে ।

অন্যদিকে আমরা চেষ্টা করি একটু অবসর পেলে সেই সময়টুকু কিভাবে অপচয় করা যায় ।যার ফলে আমাদের জীবনে নেমে আসে বিপর্যয়।

আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেছেন

وَٱلۡعَصۡرِ ۝ إِنَّ ٱلۡإِنسَـٰنَ لَفِى خُسۡرٍ ۝ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلۡحَقِّ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلصَّبۡرِ

অর্থঃ “(১) শপথ সময়ের (আসর)। (২) নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। (৩) তবে তারা নয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে এবং যারা একে অপরকে সত্যের উপদেশ দিয়েছে এবং ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে । (সূরা আল-আসরঃ ১-৩)

এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা সময়ের শপথ করেছেন, যা এর অপরিসীম গুরুত্বকে প্রকাশ করে। মানুষ যদি সময়ের সঠিক ব্যবহারে সচেতন না হয়, তবে সে ক্ষতির মধ্যে পতিত হবে। এখানে ঈমান, সৎকর্ম, সত্যবাদিতা এবং ধৈর্যকে সময় ব্যবস্থাপনার চাবিকাঠি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এই আয়াত আমাদের শিক্ষা দেয়, সময়কে কাজে লাগিয়ে আমাদের সৎকর্ম এবং উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে হবে।

নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সময়ের গুরুত্ব বোঝাতে অসংখ্য হাদিসে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, পাঁচটি জিনিসকে গুরুত্ব দিতে হবে—তার মধ্যে একটি হলো সময়। সময়ানুবর্তিতা শুধু ইবাদত নয়, প্রতিদিনের কাজ-কর্ম ও সামাজিক জীবনেও অপরিহার্য। সময়ের সঠিক ব্যবস্থাপনা একজন মুমিনের জীবনে সফলতার মূল চাবিকাঠি।

বর্তমান যুগে সময় ব্যবস্থাপনার অভাব এবং সময়ের অপচয় একটি সাধারণ প্রবণতা হয়ে উঠেছে। প্রযুক্তি ও বিনোদনের প্রতি অতিমাত্রায় আসক্তি মানুষকে গাফিলতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে। ইসলাম এসবের বিরুদ্ধে আমাদের সতর্ক করেছে এবং সময়ের সদ্ব্যবহার করতে বারবার উৎসাহিত করেছে।

তাই প্রত্যক মুসলমানের জন্য অপরিহার্য হলো সময় সম্পর্কে সচেতন হওয়া, উপযুক্ত সময়ে কাজের গুরুত্ব এবং সকল ক্ষেত্রে সময়ানুবর্তিতার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা। কেননা আল্লাহ তা'আলা মানুষকে যা কিছু দান করেছেন তার মাঝে সবচেয়ে দামী হলো সময়।

২। সময়ের মৌলিক ধারণা:

প্রাতহ্যিক জীবনে অভিজ্ঞতা থেকে আমরা কেবল সময়ের কোনো পরিচিত ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে পারি, কিন্ত বাস্তবিক অর্থে সময় কী - তা খুঁজে বের করা সত্যি কঠিন। এ ব্যাখ্যা উপলব্ধি আর বোধের, প্রথাগত সংজ্ঞার সীমানার কিছুটা বাহিরে।

তবে সময় হলো একটি ধারাবাহিকতা বা প্রবাহ, যা অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে। সময়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো এটি একমুখী। সময় কখনোই বিপরীত দিকে প্রবাহিত হয় না। অতীত ফিরে আসে না, বর্তমান একটি চলমান মুহূর্ত এবং ভবিষ্যত এক অনিশ্চিত সম্ভাবনা। যদিও আমরা সময়কে ঘড়ির কাঁটা বা ক্যালেন্ডারের মাধ্যমে মাপি, এর প্রকৃতি অনেক বেশি জটিল।

সময় মানুষের জন্য একটি পরীক্ষা। প্রতিটি মুহূর্ত কীভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে, তার জন্য মানুষকে আখিরাতে জবাবদিহি করতে হবে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:
"তোমার জীবনকে এমনভাবে ব্যবহার করো যেন তুমি কালই মারা যাবে এবং দুনিয়ার জন্য কাজ করো যেন তুমি চিরকাল বেঁচে থাকবে ।(তিরমিজি)
এই হাদিস দ্বারা বুঝা যায় যে , জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে এমনভাবে কাজে লাগানো উচিত যেন এটি আমাদের শেষ দিন। প্রতিটি মূহূর্ত তাই সচেতনতার সাথে কাটানো উচিত ,যেন এটি অপচয় না হয় ।

৩। সময়ের পরিচয়

সময় মুমিনের জন্য সৌভাগ্যের নিদর্শন। কিন্তু দ্বীন থেকে যারা বিমুখ থাকে, সময় তাদের জন্য কেবলই দুর্ভাগ্যের। এর মাঝে যথার্থ শিক্ষা রয়েছে বিবেকবানদের জন্য। আর দৃষ্টিসম্পন্নদের জন্য রয়েছে বিস্মিত হওয়ার উপাদান।'"
কুরআন-সুন্নাহ সময়ের গুরুত্ব, সময় থেকে উপকৃত হওয়ার উপায় উপস্থাপন করেছে আমাদের সকাশে। এক কথায় সময়ের প্রকৃত পরিচয় হচ্ছে, সময় আল্লাহ-প্রদত্ত শ্রেষ্ঠ নিয়ামতসমূহের মধ্যে অন্যতম।
আল্লাহ তাআলা বলেন:
وَهُو َالَّذِي جَعَل َاللَّيْل َوَالنَّهَار َخِلْفَة ًلِمَن ْأَرَاد َأَن ْيَذَّكَّر َأَو ْأَرَاد َشكورا
'যারা উপদেশ গ্রহণ করতে ও কৃতজ্ঞ হতে চায়, তাদের জন্য তিনিই রাত ও দিনকে সৃষ্টি করেছেন পরস্পরের অনুগামীরূপে। (সুরা আল-ফুরকান: ৬২)
সময়ের গুরুত্ব ও প্রভাব কতটুকু? এ প্রশ্নের উত্তরে এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে, আল্লাহ তাআলা অনেক সুরার প্রারম্ভে সময়ের কসম করে কথা শুরু করেছেন।
ফজরের কসম করে তিনি বলেন:
وَالْفَجْر ِوَلَيَال ٍعَشْر ٍ
'শপথ ফজরের। শপথ দশ রাতের'।'(সুরা আল-ফাজর: ১-২)
রাত ও দিনের শপথ করে আল্লাহ তাআলা বলেন:
وَاللَّيْل ِإِذَا يَغْشَى وَالنَّهَار ِإِذَا تَجَلَّى
'শপথ রাতের যখন তা আচ্ছন্ন করে। শপথ দিনের যখন তা উদ্ভাসিত করে।"
(সূরা আল
- লাইল: ১-২)
দিনের প্রথম অর্ধ নিয়ে শপথ করে আল্লাহ তাআলা বলেন:
وَالضُّحَى وَاللَّيْل ِإِذَا سَجَى'
শপথ পূর্বাহ্নের। শপথ রাত্রির, যখন তা গভীর হয়।"(সূরা আদ-দুহা :১-২)

'ফজর, দুহা, রাত-দিন-এ সবই সময়ের বিভিন্ন অংশের একেকটি নাম। সময়ের বিভিন্ন অংশ নিয়ে আল্লাহ শপথ করেছেন, যাতে মানুষের দৃষ্টি সময়ের দিকে ফেরে। যাতে মানুষ সময়ের মাহাত্ম্য বুঝতে পারে। বুঝতে পারে সময়ের সদ্ব্যবহারে রয়েছে কত শত উপকারিতা ও সুফল।(২)

'সময়ের চেয়ে মূল্যবান কিছু নেই। সময় নিয়ে আল্লাহ শপথ করেছেন। আল্লাহর এ শপথ করা থেকে বোঝা যায়, দুর্যোগ ও দুর্ঘটনা মানুষের সাথে লেগেই থাকবে। মানুষের ওপর দুর্ভাগ্য ও ক্ষতিগ্রস্ততা আপতিত হবেই। সময় নিয়ে আল্লাহ শপথ করেছেন-এ শপথ সময়েরই মর্যাদার প্রমাণ বহন করে।

(১) টিকাঃ (সময় কখনো ফিরে আসেনা (শাইখ আব্দুল মালিক আল কাসিম) বই

[২] সাওয়ানিহ ওয়া-তাআম্মুলাত : ১৫

কিন্তু ক্ষতি ও দুর্ভাগ্য মানুষের সাথে লেগে থাকার কারণ মানুষ নিজেই। এখানে সময়ের কোনো দোষ নেই। মানুষের ভেতরে থাকা ক্রটির কারণেই তার ক্ষতি ও দুর্ভাগ্য ত্বরান্বিত হয়। সে জন্যই রাসুল বলেন:

لا تَسُبُّوا الدَّهْر ، فَإِنَّ اللهَ هُوَ الدَّهْرُ

"তোমরা যুগকে গালি দিয়ো না। কারণ, আল্লাহ-ই হলেন যুগের স্রষ্টা। "(৩-৪)

মানবজীবন খুবই সংক্ষিপ্ত। যে মানুষটি নির্ধারিত কয়েক দশক পার করেছে মাত্র, অচিরেই তাকে যাপিত সময়ের প্রতিটি মুহূর্ত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। প্রতিটি ক্ষণ সম্পর্কেই সে জিজ্ঞাসিত হবে। জিজ্ঞাসার সে কঠিন সময়ে তার কাছে জানতে চাওয়া হবে তার কৃতকর্ম সম্পর্কে।

রাসুল বলেন:

لا تَزُول قَدَمَا عَبْد يَوْم الْقِيَامَة حَتَّى يُسْأَل عَن أَرْبَع خِصَال : عَن عُمُرِه فِيمَا أَفْنَاه وَشَبَابِه فِيمَا أَبْلَاه وَعَن مَالِه مِن أَيْن اكْتَسَبَه وَفِيمَا أَنْفَقَه وَعَن عِلْمِه مَاذَا عَمِل فِيه؟

চারটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হওয়া পর্যন্ত কোনো বান্দার পদযুগল কিয়ামতের দিন নড়তে পারবে না। প্রথম প্রশ্নটি করা হবে তার জীবন সম্পর্কে। সে তার জীবন কীসে ব্যয় করেছে? দ্বিতীয় প্রশ্ন তার যৌবন সম্পর্কে। তার যৌবন সে কী কাজে ক্ষয় করেছে? তৃতীয় প্রশ্ন তার সম্পদ নিয়ে। কোথা থেকে অর্জন করেছে সে এ সম্পদ? আর কোথাই-বা ব্যয় করেছে? চতুর্থ প্রশ্ন করা হবে তার ইলম সম্পর্কে। ইলম শিখে কী আমল করেছে সে?'

কিয়ামত দিবসের সময়টি অতি ভয়ংকর একটি সময়। তখন কোনো মানুষের পা ততক্ষণ পর্যন্ত নড়তে পারবে না, যতক্ষণ না তাকে জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়, সে এ সময়ে কী করেছে।... মানুষের জীবনের সবচেয়ে কর্মযোগ্য সময়টা হচ্ছে যৌবনকাল। রাসুল ও হাদিসে প্রথমে পুরো জীবনের কথা উল্লেখ করেছেন। এরপর উল্লেখ করেছেন

যৌবনের কথা। জীবন একটা ব্যাপক সময়। আর যৌবন জীবনের একটি নির্দিষ্ট অংশ। আমের পরে খাস উল্লেখ করা হয়েছে হাদিসে।

[৩] সাওয়ানিহ ওয়া-তাআম্মুলাত : ১৫

[৪] তাফসিরুল গারায়িবিল কুরআন

যৌবনকে বিশেষ করে উল্লেখ করার কারণও রয়েছে। যৌবনে মানুষ বেশি কর্মশক্তির অধিকারী থাকে। জীবনকে আমরা ভাগ করতে পারি তিনটি ভাগে- শিশুকাল, যৌবনকাল ও বৃদ্ধকাল। মানুষের শিশু ও বৃদ্ধকাল দুর্বলতায় কাটে। এ দুই কালের সময়গুলো তেমন কাজে লাগানো যায় না। কিন্তু এ দুই কালের মধ্যবর্তী যৌবনের সময়টি কাজের জন্য উপযুক্ত একটি সময়। (৫)

৪।সময়ের বৈশিষ্ট্য

সময়ের বৈশিষ্ট্য এমন কিছু গুণ, যা সময়ের প্রকৃতি এবং এর গভীর তাৎপর্যকে আমাদের সামনে তুলে ধরে। সময় একটি রহস্যময় এবং বিমূর্ত ধারণা, যা জীবন এবং মহাবিশ্বের প্রতিটি ক্রিয়া ও পরিবর্তনের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। সময়ের প্রথম এবং সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো এটি প্রবাহমান। সময় কখনো থেমে থাকে না; এটি অতীত থেকে বর্তমানের মাধ্যমে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যায়। এই ধারাবাহিক প্রবাহের কারণে আমরা জীবনের ঘটনাগুলোকে একটি নির্দিষ্ট ক্রমে দেখতে পাই।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো সময়ের অপরিবর্তনীয়তা। সময় কখনো পেছনে ফেরে না। যা একবার অতীত হয়ে গেছে, তা আর ফিরে আসে না। এই বৈশিষ্ট্যের কারণে সময়ের মূল্য অপরিসীম, কারণ এটি একবার চলে গেলে তা পুনরুদ্ধার করা সম্ভব নয়।

আবার সময়ের মাঝে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, যেগুলো অন্য কিছুর মাঝে নেই। এর প্রত্যেকটিই সময়ের মহামূল্য ও যত্নের কথা বুঝিয়ে দেয়।

যেমনঃ

- ❖ সময়কে কোনো কিছুর সাথে বিনিময় করা যায় না।
- ❖ সময় হলো জীবনের একমাত্র উপাদান। কারণ, জীবন তো কতগুলো বছর ও মাসের সমষ্টি। যেই মাস ও বছরগুলো একেকটি মুহূর্তে ও একেকটি ঘন্টা থেকে সৃষ্টি হয়।

[৫] সাওয়ানিহ ওয়া-তাআম্মুলাত : ০৭

- ❖ সময়কে পরিমাপ, অনুধাবন বা স্পর্শ করা যায়না। তাই জন্যই সময়কে কখনোই আটকে রাখা যায়না।

অতএব, সময় এমন একটি সম্পদ, যা সঠিকভাবে ব্যবহার করলে জীবন সার্থক হতে পারে। এটি আমাদের জীবনকে সুশৃঙ্খল করে এবং আমাদের প্রতিটি কাজকে একটি নির্দিষ্ট কাঠামো প্রদান করে।

৫।সময়ের পরিচর্যা

কুরআন- সুন্নাহর বহু জায়গায় বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সময়ের পরিচর্যার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই পরিচর্যার মধ্যে রয়েছে সময়ের মধ্যে আল্লাহর নিয়ামতের বিশালতা।
আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেছেন,

وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا

অর্থঃ আর তিনিই রাত আর দিনকে করেছেন পরস্পরের অনুগামী তাদের জন্য যারা উপদেশ গ্রহণ করতে চায়,অথবা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চায়।

(সূরা ফুরকানঃ ৬২)
অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার এক সুনির্দিষ্ট নিয়ম পদ্ধতি অনুসারে রাতের পরে দিন আসে, দিনের পরে আসে রাত। এই নিয়মের কোনো অদলবদল হয়না কখনো।
সুতরাং আমাদের উচিত দিনে বা রাতের নির্দিষ্ট কোনো কাজ সময়মতো করতে সক্ষম না হলে, দিনের কাজ রাতে বা রাতের কাজ দিনে পুষিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা।

৬।সময়ের বর্গক্ষেত্র

সময় এক আশ্চর্যজনক বর্গক্ষেত্র। এর চারটি পার্শ্ব বা বাহু রয়েছে। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাহুটি হলো, যখন তোমার কাছে একের পর এক সময়গুলো উপস্থিত হতে থাকে, তখন তুমি তা নষ্ট হওয়া থেকে এবং অযথা ব্যয় হওয়া থেকে রক্ষা করবে।
আর চারটি বাহু হলো:
১. আমল করা।
২. দক্ষতা বা যোগ্যতা অর্জন করা।
৩.সামাজিক কাজে সময় ব্যয় করা।
৪. বিনোদনের জন্য সময় ব্যয় করা।
সবার জীবন এই চারটি বাহু দ্বারা বেষ্টিত। এগুলোর বিস্তারিত বিবরণ (সামনে) আসবে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এই চারটি বাহুর উপকারিতা কী?
শ্রেণিবিন্যাস:

স্বভাবগতভাবেই মানুষ খুব দ্রুতই ক্লান্ত হয়ে যায় এবং বারবার সংঘটিত হওয়া বিষয়কে এড়িয়ে যায়। তাই ধারাবাহিকতা রক্ষা, বিচ্ছিন্নতা থেকে বাঁচা ও সময়কে উত্তমভাবে কাজে লাগানোর জন্য শ্রেণিবিন্যাসের খুবই প্রয়োজন।

ভারসাম্য বজায় রাখা:

খুব স্বল্প সংখ্যক মানুষই জীবনের নানামুখী অংশের সাথে ভারসাম্য করে চলতে পারে। তাই অনেক যুবককে দেখবে, সে তার পড়ালেখার প্রতি খুবই যত্নবান, কিন্তু ইবাদতের ক্ষেত্রে অনেক ত্রুটি করে। অথবা সামাজিকতার সাথে মিশতে পারে না। আবার অনেককে দেখবে, খুব স্বাচ্ছন্দ্যে, সানন্দে, আনন্দ-উচ্ছলতার সাথে জীবন কাটাচ্ছে। কিন্তু পড়ালেখার ক্ষেত্রে সে ব্যর্থ। এমন লোকদের আমি 'অসম্পূর্ণ বাহুওয়ালা' বলে অভিহিত করি। আর যে ব্যক্তি তার জীবনের সর্বদিকের সাথে ভারসাম্য রক্ষা করে চলে এবং তার ওপর অর্পিত সকল দায়িত্ব ঠিকমতো পালন করে, সেই হলো প্রকৃত ও পরিপূর্ণ মানুষ।

ভারসাম্য রক্ষা করার অর্থ এই নয় যে, একজন ব্যক্তিকে জীবনের বিভিন্ন অধ্যায়ে এই চারটি বাহুকে সমানভাবে পালন করতে হবে। না বিষয়টি এমন নয়। তুমি দেখবে, একজন ছাত্র পরীক্ষার পূর্বমুহূর্তে দিনের প্রায় বেশির ভাগ সময় অতিবাহিত করে পড়ালেখা, মুতালাআ, যোগ্যতা অর্জন ও গবেষণায়। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, সে জীবনের অন্য অংশগুলোকে অবহেলা করছে। সুতরাং সবক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য প্রত্যেক জিনিসকে তার জন্য নির্ধারিত অংশ ও প্রাপ্য দিতে হবে। কেননা, কিছুক্ষণ পরেই তুমি মৃত্যুর মুখোমুখি হবে। আর মৃত্যুর পর ফিরে আসার কোনো সুযোগ নেই। অতএব সবকিছুকে তার পাওনা সঠিকভাবে দিয়ে দিতে হবে।

বাস্তবায়ন করার অনুভূতি থাকা:

তুমি সময়কে ইউনিট হিসেবে ভাগ করে নেবে। এ ক্ষেত্রে এক সপ্তাহকে এক ইউনিট ধরতে পারো। এর অর্থ হলো সময়ের উল্লিখিত চারটি বাহু বা দিককে গুরুত্ব সহকারে আদায় করতে পারা। যেমন: প্রত্যেক সপ্তাহে তুমি টার্গেট করে করে একেকটি আমল করার প্ল্যান করবে। এই সপ্তাহে একটি আমল করবে আবার আগামী সপ্তাহে অন্য একটি আমল করবে। এভাবে টার্গেট করার কারণে তোমার অটোম্যাটিকভাবে স্মরণ হয়ে যাবে এবং দৈনন্দিন রুটিনে তা মনে পড়বে। এভাবে প্ল্যান করার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হলো, প্রতি সপ্তাহেই তোমাকে সফল হতে আগ্রহ জোগাবে। আর সৃষ্টিগতভাবেই মানুষের মাঝে কোনো টার্গেট বাস্তবায়নের প্রতি কিংবা অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছার প্রতি ভালোবাসা ও আগ্রহ কাজ করে। যদি এভাবে এগিয়ে যেতে থাকো, তাহলে তোমার মাঝে সময়কে আরও বেশি করে, ভালোভাবে কাজে লাগানোর জন্য অধিক আগ্রহ ও সাহস তৈরি হবে। আর যদি তুমি তোমার সময়কে গনিমত মনে করে সঠিক পথে ব্যয় করো, তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার জন্য সুসংবাদ রয়েছে। তিনি বলেন:

وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ

অর্থ: যারা সৎপথ প্রাপ্ত হয়েছে,তাদের সৎপথ প্রাপ্তি আরও বেড়ে যায় এবং আল্লাহ তাদের তাকওয়া দান করেন।(সূরা মুহাম্মদঃ১৭)
যদি তোমার চেষ্টা ও শ্রমকে বৃদ্ধি করো এবং ধারাবাহিকতা বজায় রাখো,তাহলে এতে আত্মিক স্বাদ পাবে,অন্যের মাঝেও প্রভাব পড়বে এবং দিনের পর দিন তোমার উন্নতিই সাধিত হবে।

৭।সময়ের মূল্য

'সময়ের মূল্য' দু'টি মাত্র শব্দের ছোট্ট একটি শিরোনাম, কিন্তু এতে রয়েছে যেমন অর্থবহতা তেমনি বহুমাত্রিকতা।
প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা মানুষের কাছে সময়ের মূল্যও আলাদা।

---

[৬] সময়ের সঠিক ব্যবহার কীভাবে করবেন (লেখক ড. খালিদ আবু শাদি) বই

যেমন : একজন দার্শনিকের কাছে সময়ের মূল্য যেমন, একজন ব্যবসায়ীর কাছে তেমন নয়। আবার একজন কৃষক, কারিগর, সৈনিক,রাজনীতিবিদ,যুবক, বৃদ্ধ, ছাত্র,প্রত্যেকের কাছেই সময়ের মূল্য ও প্রকৃতি ভিন্ন।
ঠিক একই ভাবে একজন তালিবে ইলম ও আলিমের কাছে সময়ের প্রকৃতি আরও ভিন্ন ও স্বতন্ত্র।
জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই সময় সঠিকভাবে ব্যবহারের গুরুত্ব অপরিসীম ।কিন্তু আজকাল তালিমে ইলমদের মনোবল নিস্তেজ হয়ে পড়েছে এবং অধ্যাবসায়ীদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যস্থল পরাহত হয়ে পড়েছে।ফলে মেধা প্রতিভার অপমৃত্যু ঘটেছে, অলসতার প্রসার ঘটেছে। কিন্তু এই জায়গা থেকে আমাদের বের হতে হবে,সময়ের মূল্য বুঝতে হবে এবং সে অনুযায়ি কাজ করতে হবে।
আল্লাহ তা'আলা সময়ের মূল্য বোঝাতে গিয়ে বহু আয়াত এর উল্লেখ করেছেন। যেমন:
وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ ۖ وَٱلنُّجُومُ مُسَخَّرَٰتٌۢ بِأَمْرِهِۦٓ ۗ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
অর্থঃ "তিনিই তোমাদের জন্য রাত ও দিনকে, সূর্য ও চাঁদকে নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন, আর তাঁর আদেশেই তারকারাজি কাজ করছে। নিঃসন্দেহে এতে বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে । (সুরা নাহল,আয়াত ১২)
এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টিকর্মের মহত্ত্ব তুলে ধরেছেন এবং মানুষকে তাঁর দয়া ও ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন করেছেন। রাত ও দিন মানুষকে বিশ্রাম ও কাজের সুযোগ দেয়। সূর্য এবং চাঁদ আল্লাহর নিদর্শন, যা নির্দিষ্ট নিয়মে চলে এবং মানবজীবনের প্রয়োজন মেটায়। আকাশে তারকারাজি আল্লাহর আদেশে মানুষের সেবা করে, যেমন দিকনির্দেশনা প্রদান। এই

নিদর্শনগুলো মানুষের চিন্তা করার আহ্বান জানায়, যাতে তারা আল্লাহর কুদরতের উপলব্ধি করতে পারে।

৮।ইবাদাতে সময়ের মূল্য

ইসলামের ফরজ বিধানসমূহ সময়কে মূল্যবান মনে করে প্রতিটি মিনিট ও সেকেন্ড গণনায় রাখে।ইসলাম দিন- রাত্রির পরিবর্তন, গ্রহসমূহের গতিধারা,কক্ষপথের বিবর্তন এবং দুনিয়ার কর্মযজ্ঞের সাথে সময়ের গুরুত্ব নিয়ে সতর্ক থাকার নির্দেশনা দেয়।

যখন রাত বিদীর্ণ হয়ে সুবহে সাদিক তার চেহারাকে নেকাবমুক্ত করে, ঠিক তখন আল্লাহর পথে আহ্বানকারী দাঁড়িয়ে যায়,দিগন্ত বিস্তৃত দুনিয়ার বুকে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করে।আল্লাহর বান্দারা সালাতের জন্য দাঁড়িয়ে পড়ে। যখন মধ্যাহ্নের উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ে, সূর্য আকাশের বুক থেকে পশ্চিমে হেলে পড়ে, তখন সেই আহ্বানকারী আবার উঠে দাঁড়ায়। যাতে মানুষ আল্লাহ তা'আলার সাথে একান্তে কিছু সময় কাটাতে পারে। আর এটা হলো দিনের মধ্যভাগে জোহরের সালাত।

আবার যখন প্রত্যেকটি জিনিসের ছায়া তার দ্বিগুন হয়ে পড়ে, সূর্য অস্তগামী হয়,সেই আহ্বানকারী তৃতীয়বারের মতো উঠে দাঁড়ায়। তখন আসরের সালাতের জন্য আহ্বান করে। সূর্যের চাকতি যখন আত্নগোপন করে,তার চেহারা যখন দিগন্ত থেকে গায়েব হয়ে যায়,তখন আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী মুয়াজ্জিন চতুর্থবারের মতো আহ্বান করে। এটা দিনের শেষ এবং রাতের শুরুর সালাত - সালাতুল মাগরিব। আর যখন পশ্চিম আকাশ থেকে লালে আভা মুছে যায়, ঠিক তখন দিনের শেষ সালাত এশার জন্য স্বর্গীয় আহ্বান ভেসে আসে।

এভাবেই ইবাদতের মাধ্যমে একজন মুসলিম দিনের শুরু থেকে শেষ অব্দি সময়ের সঠিক ব্যবহার করে। আবার প্রতিবছরই রমজান আসে। জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া হয়, জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়।

এবার আর দুনিয়া থেকে নয়, আসমান থেকে একজন আহ্বানকারী ডাকতে শুরু করে,

'হে কল্যাণ প্রত্যাশী!তোমার (কল্যাণমূলক) কাজে মনোযোগী হও। হে অন্যায়ের আকাঙ্ক্ষী! তোমর (অন্যায়) কাজ থেকে নিবৃত থাকো /[৬]

মুমিনের জন্য রমজান মাস একটি আধ্যাত্মিক সফর । তার পরপরই আসে আরও একটি সফর হজ্বের সফর। এই সব ধরনের ইবাদাতগুলো সময়ের গতির সাথে সাথে সচেতন ভাবে পালন করতে হয়।

৯। সময় কখনো ফিরে আসেনা

সময় কখনো ফিরে আসে না; এটি এমন একটি মৌলিক সত্য যা আমাদের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করে। এটি জীবনকে অর্থপূর্ণ করতে শেখায়, কারণ যখন আমরা বুঝতে পারি যে সময় কখনো ফিরে আসবে না, তখন আমরা আমাদের কাজের প্রতি আরও মনোযোগী এবং সচেতন হয়ে উঠি। সময়ের এই বাস্তবতা আমাদেরকে উদ্যমী এবং প্রেরণাদায়ী করে, যাতে আমরা নিজেদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করি। প্রত্যেকটি মুহূর্ত অতিক্রম করে চলে যায় যা আর ফিরিয়ে নিয়ে আসার সূযোগ থাকেনা। অতিক্রান্ত সময়ের নেই কোনো প্রতিদান বা বিনিময়।

হাসান বসরির সবচেয়ে চমৎকার ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে যে - ফজর ভেদ করে আলোতে আসা প্রতিটি দিন ডেকে বলে, " হে আদম সন্তান! আমি এক নতুন সৃষ্টি। আমি তোমার কাজের ব্যাপারে সাক্ষী।আমার নিকট রশদ সংগ্রহ করো। কারণ আমি বিদায় নেওয়ার পর কেয়ামত পর্যন্ত আর কখনোই ফিরে আসব না।"

এ কারণেই অনেক কবি সাহিত্যককে বার্ধক্য আসার পর যৌবন ফিরে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করতে দেখা যায়, কিন্তু তা নিছক কামনা মাত্র।এই আকাঙ্ক্ষা কম বেশি যাই হোক, তাতে কোনো ফায়দা নেই।

তাদের একজনের উক্তি হলো ,

যদি একদিনের জন্যও
যৌবনটা ফিরে পেতাম!
বার্ধক্য আমার সাথে যা যা করেছে,
তা শুধু জানিয়ে দিতাম। (৭)

কিভাবে যে দিবারাত্রি চলে যায়,যা আর কখনো ফিরে আসেনা। ফিরে পাওয়ার আশাও থাকেনা।

---

[৭] মুমিন জীবনে সময় (লেখক ইউসুফ আল কারজাভি) বই

১০।সময় থেকে উপকৃত হওয়া

মুসলমানদের প্রথম কর্তব্য হলো সময়কে সংরক্ষণ করা। প্রিয় সম্পদকে ঠিক যেভাবে আগলে রাখা হয়, তার চেয়েও বেশি গুরুত্ব দিয়ে সময়কে আগলে রাখা জরুরি। কেননা সময় প্রিয় যেকোনো সম্পদের চেয়েও বেশি মূল্যবান। সময়ের সবটুকু ব্যবহার করে উপকৃত হওয়ার সর্বোচ্চ চেষ্টা করা দরকার। দুনিয়াবি অথবা পরকালীন যেকোনো উপকরণ সর্বোচ্চ সদব্যবহার করতে হবে।

আমাদের সালাফরা সবচেয়ে বেশি কৃপণ ছিলেন সময়ের ব্যাপারে। সময়ের মূল্য উপলব্দির ক্ষেত্রে সর্বাধিক মুনাফাভোগী ব্যবসায়ীর মতো তারা ছিলেন।

হাসান বসরি বলেছেন- '

আমি বেশ কিছু জাতির সঙ্গে মেলামেশা করেছি। তোমরা তোমাদের দিরহাম- দিনারের প্রতি যতটুকু মনোযোগী, তারা তাদের সময়ের প্রতি তার চেয়েও বেশি মনোযোগী। ' (৮)

তাদের সর্বান্তকরণে সমর্থন প্রচেষ্টা ছিল নিয়মতান্ত্রিক কর্মের মাধ্যমে নিজেদের সময়কে নির্মাণ করার।একটু সময়ও যাতে অলাভজনক কাজে ব্যয় না হয়।

উমর ইবনে আব্দুল আজিজ বলেন-

'রাত ও দিন তোমার মাঝে কাজ করে। তুমিও তাদের মাঝে কাজ করো।'

তারা বলতেন, সময়ের অপচয় করা হলো অস্থিরতার আলামত। তারা আরও বলতেন-

'সময় একটি ধারালো তরবারি। যদি তুমি তাকে কাটতে না পারো, তাহলে সে তোমাকে কেটে ফেলবে।'

তারা সর্বদা নিজেদের ভবিষ্যৎকে বর্তমানের চেয়ে উন্নত করার জন্য কাজ করতেন। আজকের দিন যেন গতকালের চেয়ে উন্নত হয়, সেই প্রচেষ্টা চালাতেন। আর আগামী দিনকে করতে চাইতেন আজকের চেয়ে উন্নত। কোনো এক সালাফের মন্তব্যটা ছিল এ রকম-

'যার আজকের দিন গতকালের মতো হলো, সে বোকা। আর যার আজকের দিন গতকালের চেয়ে খারাপ গেল, সে তো অভিশপ্ত।'

তারা সর্বোচ্চ চেষ্টা করতেন- তাদের কোনো একটা দিন, দিনের কোনো একটা অংশ অথবা ক্ষুদ্র মুহূর্তও যেন বিফলে চলে না যায়; যা থেকে তারা উপকারী জ্ঞান, সৎ কাজ অথবা আত্মিক উন্নতির পাথেয় সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হন কিংবা অন্য কোনো ব্যক্তির উপকার করতেও সমর্থ না হন কিংবা জীবনের কোনো একটা সময় নিরর্থক কেটে যায়। তারা চাইতেন, উপলব্ধির ফাঁক দিয়ে হলেও সামান্য কিছু সময় অপচয় না হোক কিংবা স্রোতে ভেসে না যাক।

নিজের কিংবা আশেপাশের কারও জ্ঞানগত, বিশ্বাসগত কিংবা সৎ কর্মের উন্নতির কাজে আসা ছাড়া কোনো একটি দিন কেটে যাওয়াকে তারা আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতের নাফরমানি মনে করতেন। মনে করতেন, তারা বুঝি সময়ের বুকে খঞ্জর চালিয়ে দিয়েছেন।

ইবনে মাসউদ বলেন-

'সাধারণত আমি কোনো ব্যাপারে আফসোস করতাম না। আমার আফসোস ছিল একটা জায়গায় আর তা হলো- একটি দিনের সূর্য অস্ত চলে গেল, নির্ধারিত সময় কমে গেল, কিন্তু আমার কর্মে কিছু যোগ হলো না।'

অন্য একজন বলেছেন-

'যে দিনটি আমাকে অতিক্রম করল, কিন্তু আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য আমার জ্ঞানকে বাড়িয়ে দিলো না, সে দিনের সূর্যোদয় আমার ওপর কোনো বরকত নিয়ে এলো না।'

অনেকে এটি রাসূলের হাদিস বলেছেন। ইবনে তাইমিয়ার মতে- এটা রাসূলের কথা নয়। তিনি মিফতাহুস সায়াদাহ গ্রন্থে বলেছেন, এটাকে সাহাবি বা তাবেয়ির কথা ধরাই যথেষ্ট।

একজন কবি বলেছেন-

اذا مر بي يوم ولم اقتبس هدى ولم استفد علما فما ذاك من عمري

'একটি দিন গেল চলে, সত্যের কিছুই ধরা দিলো না। এ কেমন জীবন বলো, কী হবে আমার তাহলে?'

হাকিম (রহ.) বলেন-

'যার জীবন থেকে একটি দিন চলে গেল, আর কোনো কর্তব্য সম্পাদন করতে পারল না, কোনো ফরজ আদায় করতে পারল না, আপন মর্যাদায় কিছু যোগ করতে পারল না, কোনো প্রশংসা অর্জন করতে পারল না, কল্যাণকর কিছু প্রতিষ্ঠা করতে পারল না, কোনো জ্ঞানও অর্জন করতে পারল না, সে তার দিনটির বুকে ছুরি চালাল এবং নিজের ওপর জুলুম করল।'

১১। সময়ের সদ্বব্যবহার

সময়কে সঠিকভাবে কাজে লাগানোই জীবনকে সার্থক ও সাফল্যমণ্ডিত করে তোলে। যে ব্যক্তি সময়ের সদ্ব্যবহার করতে জানে, সে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হয়। সময়ের সদ্বব্যবহারের জন্য কিছু উপায় হলোঃ

উদ্দেশ্য নির্ধারণ

জীবনে সঠিক পথ বেছে নেওয়ার জন্য লক্ষ্য নির্ধারণ অত্যন্ত জরুরি। যদি আমরা জানি আমাদের কী করতে হবে, তাহলে সময়ের অপচয় রোধ করা সহজ হবে।

উদাহরণঃ

একজন ছাত্র তার পড়াশোনার জন্য নির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির করলে, সে পড়াশোনায় মনোযোগী হয়ে সময়কে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারবে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করলে সফলতা অর্জন সহজ হয়।

পরিকল্পনা

সঠিক পরিকল্পনা ছাড়া কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। প্রতিদিনের কাজের জন্য একটি তালিকা তৈরি করলে এবং সময় ভাগ করে কাজ করলে কার্যক্ষমতা বাড়ে।

---

[৮] মুমিন জীবনে সময় – (লেখক ইউসুফ আল কারজাভী) বই

উদাহরণ:

- সকাল থেকে রাতে কী কী কাজ করতে হবে তা একটি নোটবুকে লিপিবদ্ধ করা।
- একটি সময়সূচি তৈরি করে সেটি মেনে চলা।

পরিকল্পনার মাধ্যমে কাজ করার ফলে কোনো কাজ বাদ পড়ে না এবং চাপও কমে।

অগ্রাধিকার নির্ধারণ

সব কাজের গুরুত্ব একরকম নয়। কোন কাজগুলো আগে করা প্রয়োজন এবং কোনগুলো অপেক্ষা করতে পারে তা নির্ধারণ করতে হবে। জরুরি এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো আগে শেষ করলে চাপ কমে এবং সময় নষ্ট হয় না।

যেমন:

- পরীক্ষা সামনে থাকলে পড়াশোনা বেশি গুরুত্বপূর্ণ।
- অফিসের জরুরি প্রজেক্ট আগে শেষ করতে হবে, তারপর অন্য কাজ।

অগ্রাধিকার নির্ধারণ করে কাজ করার ফলে সময় সঠিকভাবে ব্যবহৃত হয়।

অলসতা পরিহার

অলসতা এমন একটি অভ্যাস যা সময়কে ধ্বংস করে এবং ব্যক্তিগত উন্নয়নের পথে বাধা সৃষ্টি করে। অলসতা পরিহার করতে হলে মনোযোগী হতে হবে এবং কাজে উৎসাহী হতে হবে।

কৌশল:

- যে কাজ করতে ইচ্ছা করছে না, তা ছোট ছোট ধাপে ভাগ করে শুরু করা।
- অপ্রয়োজনীয় মোবাইল বা সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার কমানো।

অলসতার কারণে কাজ জমে গেলে মানসিক চাপ বাড়ে এবং ফলাফল খারাপ হয়। তাই অলসতা দূর করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

স্ব-শৃঙ্খলা

স্ব-শৃঙ্খলা এবং সময়ানুবর্তিতা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সাফল্যের চাবিকাঠি। সময়মতো কাজ শুরু এবং শেষ করার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

উদাহরণ:

- অফিস বা ক্লাসে সময়মতো উপস্থিত থাকা।
- প্রতিদিন নির্ধারিত সময় অনুযায়ী ঘুমানো ও জেগে ওঠা।

১২।সময় একটি গোপনীয় নিয়ামত

যদিও সময় এমন কোনো অর্থ বা বস্তু নয়, যা মানুষ দোকানে বা বাজারে বিনিময় করে থাকে, তবুও সময়কে সবচেয়ে দামি ও গুরুত্বপূর্ণ ধনভান্ডার হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যা দেখা যায়

না। অত্যন্ত গোপনীয়। যদি মানুষ এই ধনভান্ডার চোখে দেখত এবং এর মূল্য অনুধাবন করত, তাহলে তা অর্জন করার জন্য পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হতো।

সময় সৃষ্টিকর্তার প্রদত্ত এমন এক নিয়ামত, যা সবকিছুর নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। আর সময় নিয়ামত হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ কেননা এর মাধ্যমে আমরা লাভ করতে পারি,

জীবনের ভিত্তি: জীবনের প্রতিটি কাজ সময়ের ওপর নির্ভরশীল। সঠিক সময়ে কাজ করলে সাফল্য নিশ্চিত হয়।

উন্নতির চাবিকাঠি: সময়ের সদ্ব্যবহার করে মানুষ ব্যক্তিগত উন্নয়ন, সামাজিক সমৃদ্ধি এবং জাতির অগ্রগতিতে ভূমিকা রাখতে পারে।

শিক্ষার উপায়: সময় ব্যবস্থাপনা আমাদের শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবনযাপন শেখায়। এটি ব্যক্তিকে দক্ষ, কর্মঠ ও দায়িত্বশীল করে তোলে।

এ ছাড়াও স্বয়ং রাসুল এ-এর হাদিস থেকে স্পষ্ট বুঝে আসে যে, আল্লাহ তাআলা মানুষকে যতগুলো নিয়ামত দিয়ে থাকেন, তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও শ্রেষ্ঠ নিয়ামত হলো সময়। সময়ের প্রতি এত গুরুত্ব দেওয়া সত্ত্বেও মানুষ এ ব্যাপারে উদাসীন।

ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল বলেছেন:

نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ والفراغ

দুটি নিয়ামতের ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষ প্রতারিত। তা হচ্ছে, সুস্থতা ও অবসর।(৯)

হাদিসে রাসুল (সাল্লাল্লাহি আলাইহি ওয়া সাল্লাম) كثير من الناس কথাটি বলেছেন। এর অর্থ হচ্ছে, খুবই অল্প সংখ্যক মানুষই সময়ের গুরুত্ব অনুধাবন করে।

অবসরতা পেলে মানুষ মানুষ ভোগবিলাসে লিপ্ত হয়ে যায়। অনেকের অবস্থা তো এমন যে, তারা বার্ধক্যে উপনীত হবার পরও অবসরতার দ্বারা ধোকাগ্রস্ত হয়।

দুনিয়া হলো আখিরাতের শষ্যক্ষেত। সুস্থতা ও অবসরতা হলো মূলধন। কিন্তু এই দুই মূলধনের লভ্যাংশ বাহ্যিকভাবে দেখা যায় না। কেবল আখিরাতেই এদের লাভ ক্ষতি দেখা যাবে। তাই যে ব্যক্তি তার অবসরতা ও সুস্থতাকে আল্লাহর আনুগত্যে ব্যয় করেছে,আগামী দিন (আখিরাতে) সে-ই হবে প্রকৃত লাভবান।

১৩।সময়কে সঠিকভাবে ব্যবহারের উপায়

পরিকল্পনা ও সময়সূচি: প্রতিদিনের কাজগুলির একটি সময়সূচি তৈরি করে কাজ সম্পন্ন করা।

অগ্রাধিকার নির্ধারণ: যেসব কাজ বেশি গুরুত্বপূর্ণ, সেগুলো আগে সম্পন্ন করা, যেন গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি কোনোভাবেই পিছিয়ে না যায়।

অলসতা পরিহার: অলসতা সময়ের অপচয় করে, তাই আলস্য ত্যাগ করে মনোযোগ সহকারে কাজ করা উচিত।

নতুন কিছু শেখা: সময়ের সঠিক ব্যবহার করে প্রতিদিন নতুন কিছু শেখা ও দক্ষতা উন্নয়ন করা উচিত।

সময়ের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমেই মানুষ জীবনে সফল হতে পারে এবং নিজের লক্ষ্য অর্জন করতে পারে। সময়ের গুরুত্ব অনুধাবন করে যারা প্রতিটি মুহূর্তকে কার্যকরীভাবে কাজে লাগায়, তারাই জীবনে সফল ও পরিতৃপ্ত হয়।

---

[৯] সময়ের সঠিক ব্যবহার কীভাবে করবেন (লেখক ড. খালিদ আবু শাদি) বই

১৪।সময়ই জীবন

আরবীতে একটি প্রবাদ আছে-(১০)

الوقت هو الحياة فلا تقتلوه

সময় সে তো জীবন, সুতরাং তাকে হত্যা করো না। মানুষের চিন্তা করা উচিৎ যে, এই দুনিয়ার জীবন কি? এ তো জন্ম ও মৃত্যুর মাঝে অনিশ্চিত সামান্য বিরতি। স্বর্ণ-রৌপ্য একবার হাতছাড়া হলে আবার তা ফিরে পাওয়া সম্ভব। এমনকি পূর্বের তুলনায় অধিক পাওয়াও সম্ভব। কিন্তু যে মুহূর্তটুকু একবার অতিবাহিত হয়ে যায়, তা কি কোন অবস্থায় কোন মূল্যে ফিরে আসে? অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে চিন্তা করুন সময় কি স্বর্ণ থেকে অধিক মূল্যবান নয়? নয় কি হীরকের চেয়ে অধিক দামী? ইহা কি দুনিয়ার সকল বস্তু থেকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ নয়?

আগামীকাল শব্দটি মস্তবর ধোকা:

মানুষ সময় নষ্ট করে অনুতপ্ত হতো। কিন্তু এখানে তাকে একটি বিষয় অনুতপ্ত হতে দেয় না। তা হলো "আগামীকাল"।

এ শব্দটি উচ্চারণ করার চেয়ে বড় অপরাধ, নির্ভীকতা, অসতর্কতা ও বোকামী আর কিছুই নেই। একটি লোকের জীবন অকার্যকর ও নষ্ট হওয়ার জন্য এই একটি শব্দই যথেষ্ট।

সময় একবার মরে গেলে পরবর্তীতে তার কবরের উপর অশ্রুবর্ষণ ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। দুনিয়ার সকল মানুষ মিলে আর্তনাদ করলেও সে সময় আর ফিরে আসবে না। তাই মানুষকে "আজ" শব্দের দিকে ফিরে আসতে হবে। আজই করছি বলে দৃঢ় সংকল্প করতে হবে। জ্ঞানীদের রেজিস্ট্রিতে আগামীকাল বলতে কোন শব্দ নেই।

---

[১০] সময় সে তো জীবন (লেখক চৌধুরী কালাম আজাদ)বই

১৫।সময় মানুষের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ

সময় দ্রুত চলে যায়। যে সময় একবার চলে যায়, তা আর কখনো ফিরে আসে না। সময় মানুষের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। তাই কোনো কিছুই সময়ের সমান নয়। ফলে কোনো কিছুর বিনিময়ে সময় কেনা যায় না। অন্যদিকে সময়ই হচ্ছে, মানুষের কর্ম ও কর্মফলের আধার। মানুষের ব্যষ্টিক ও সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে সময়ই প্রকৃত পুঁজি।

প্রবাদে বলা হয়, 'সময় স্বর্ণের মতো মূল্যবান'। এ প্রবাদটিতে সময়কে স্বর্ণের সাথে তুলনা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সময় এর চেয়েও মূল্যবান। সময় স্বর্ণ, মণি-মুক্তা, হিরা-জহরত প্রভৃতি বহুমূল্য রত্ন ও বহুমূল্য পাথর থেকেও অধিক মূল্যবান।

আমাদের জীবনের অনেকটা সময়ই চলে গেছে। সময়ের মূল্যবান হওয়া সময়ের গুরুত্ব বুঝিয়ে দেয় আমাদের। সে হিসেবে আমাদের উচিত পেছনের জীবনের আত্মসমালোচনা করা, নিজেরা নিজেদের সমালোচনা করে সতর্ক হওয়া। অতীত জীবন থেকে শিক্ষা নিয়ে সামনের জীবন আলোকিত করা।

হাজ্জাজ বিন আবু উয়াইনা বলেন:

'জাবির বিন জাইদ নামাজ আদায় করতেন আমাদের সাথে। একদিন তিনি এলেন এক জোড়া জীর্ণ জুতো পরে। বললেন, "আমার জীবনের ৬০ বছর কেটে গেছে। জীবনটা আমার গুনাহের মাঝেই কেটে গেছে। এ দুটি জীর্ণ জুতোই আমার কাছে অতীত জীবনের চেয়ে অধিক প্রিয়। তবে যে নেক আমল অগ্রে প্রেরণ করেছি, সেগুলো ব্যতীত।(১১)

يرحمني الله لعل ًجميلا ًفعلا واكتسبي العصيان عن كفي نفس يا

'হে আমার আত্মা। তুমি নাফরমানি থেকে বিরত হও। নেক আমলে সময় দাও। আল্লাহর নিকট আশাবাদী, তিনি আমাকে ক্ষমা করবেন।(১২)

---

[১১] হিলইয়াতুল আওলিয়া :৩০/৮৮

[১২] মাওয়ারিদুজ জামআন: ৩/৪৯৩

আমরা আল্লাহর সৃষ্টি। ডুবে আছি আল্লাহর অসংখ্য নিয়ামতের মাঝে।সকল নিয়ামতের মাঝে অন্যতম নিয়ামত হচ্ছে, আমাদের এ শরীর, শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। এগুলোর মাধ্যমে আমরা বিভিন্নভাবে উপকৃত হই, বিভিন্ন বস্তু উপভোগ করি।

যদি আমাদের শরীর আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী চলে এবং আল্লাহর নিষেধকৃত কর্ম ও বস্তু থেকে বিরত থাকে, তবে আল্লাহর নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায় হলো। এভাবে আমাদের শরীর ও শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সর্বদা আমাদের জন্য উপকারী থাকবে। অন্যদিকে, আমরা যদি আল্লাহর আদেশ-নিষেধের তোয়াক্কা না করি, তবে এসব অঙ্গপ্রত্যঙ্গই আমাদের সবচেয়ে বড় কষ্ট ও ক্ষতির কারণ হবে।

সব সময়ই ইবাদত করার মতো কিছু না কিছু মাধ্যম থাকেই। আল্লাহর নৈকট্য লাভের কোনো না কোনো পথ থাকেই। যদি মানুষ নিজের সময়কে আল্লাহর ইবাদতে ব্যয় করে, তবে সে রবের নিকটবর্তী হতে পারে। আর যদি সময়কে প্রবৃত্তির কামনা, আরাম-আয়েশ ও কর্মহীনতায় শেষ করে ফেলে, তবে রবের কাছ থেকে সে দূরে সরতে থাকে। বান্দা সব সময় হয় রবের নিকটবর্তী হতে থাকে বা দূরে সরতে থাকে। এক অবস্থানে কখনো থাকে না।

১৬।সময়ের তিন ভাগ

সময় তিন ভাগে বিভক্ত।

এক, যে সময় অতীত হয়ে গেছে।

দুই. যে সময় সামনে আসছে। এ সময়কে ভবিষ্যৎ বলে। বান্দা জানে না, সে সময়ে সে জীবিত থাকবে, কি থাকবে না। সে জানে না, সে সময়ে তার জন্য আল্লাহ কী ফয়সালা করে রেখেছেন।

তিন, যে সময় এখন কাটছে। একে বর্তমান বলে। একজন বান্দার উচিত, এ সময়ে নিজের নফসের বিরুদ্ধে সাধনা করে যাওয়া। তার রব যে তাকে সর্বদা দেখছেন, সে কথা মনে রাখা। যদি দ্বিতীয় কালটি না আসে, তবে সে যেন না আসার কারণে হতাশ না হয়। যদি দ্বিতীয় কালটি আসে, তবে এর অধিকার পূর্ণরূপে আদায় করে।

বান্দার আশা যদি থাকে পঞ্চাশ বছর বাঁচার, তবে যেন সে দীর্ঘ সময়ে রবের পর্যবেক্ষণে থাকার অনুভূতির ওপর দৃঢ় হয়। যেন সে সময়ের সদ্ব্যবহার করে পূর্ণরূপে। সে সব সময় এমনটাই মনে করবে যে, এখনই তার শেষ সময়।

জ্ঞানবান ও বুদ্ধিমান তো সে মুমিন, যে মুমিন সময়ের গুরুত্ব বোঝে। নিজের জীবনকে কাজে লাগায়। কোনো উপকারী ইলম মুখস্থ করে। নিজের অনিষ্টতা থেকে ও শত্রুদের অনিষ্টতা থেকে উম্মাহকে সুরক্ষিত রাখে। এভাবে মুসলিম উম্মাহকে শাসনকারী একটি উম্মাহতে রূপ দেয়। যারা পরাজিত নয়; বরং যারা বিজয়ী হয়। সে মুমিন বরকতময় জিহাদে অংশগ্রহণ করে। মুখ, কলম ও অস্ত্রের মাধ্যমে শত্রুর প্রতিরোধে জিহাদে অংশগ্রহণ করে। সৎ কাজের আদেশ করে। অসৎ ও মন্দ থেকে নিষেধ করে। মানুষকে দ্বীন শিখিয়ে, তাদের অন্তর দ্বীনের প্রতি আকৃষ্ট করে, তাদের দ্বীনি অনুভূতি জাগরূক করে তাদের উপকার করে। দ্বীনের আদলে মানুষের মন, মানসিকতা ও অনভূতি গড়ে তোলে। ফলে পৃথিবীতে দ্বীনি পরিবেশ গড়ে ওঠে। আল্লাহর নির্দেশে প্রতিটি সময়ই এ মেহনতগুলোর ফল বয়ে আনে।

যদি কোনো মুমিনের কোনো একটি দিনও এমন কেটে যায় যে, সে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য আদায় করেনি বা তার ওপর ফরজ হয়ে আছে-এমন কোনো কাজও সে আদায় করেনি, কিংবা কোনো মর্যাদা ও প্রশংসা অর্জন করেনি, অথবা কোনো ভালো কাজের গোড়াপত্তন করেনি, কিংবা কোনো ইলম অর্জন করেনি, তবে তার দিনটা বৃথা গেল এবং সে নিজের ওপর জুলুম করল।

মানুষ এসব ঠিকই বোঝে। অথচ এসব তাদের মাঝে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না। কিন্তু যখন মানুষের অন্তিম মুহূর্ত উপস্থিত হবে, মানুষ যখন মৃত্যুমুখে
পতিত হবে, তখনই তার এ উপলব্ধি ও অনুভূতি প্রবল হয়ে উঠবে। যখন সে শুধরে নিতে পারে নিজের বিকৃত অবস্থাকে। সংশোধন করে নিতে পারে
মানুষ দেখবে, তার ধ্বংস ত্বরান্বিত হচ্ছে, তখন সে আল্লাহর কাছে বৃথা আশা করবে। সে বৃথা আবেদন করবে, যেন আল্লাহ তাকে একটু সময় দেন। যেন
ছুটে যাওয়া আমলগুলোকে। কিন্তু সে আশায় গুড়ে বালি। কিছুতেই আরেকটু সময়ও পাবে না সে, এ তো নিশ্চিত কথা। তার নির্ধারিত সময় এসে গেছে।

উমর বিন জার বলেন:
'আমি সাইদ বিন জুবাইর-এর কিতাবটি পড়লাম। সেখানে পেলাম, মানুষের জন্য জীবনের প্রতিটি দিনই এক একটি সুবর্ণ সুযোগ। (আল-ইহইয়া:৪/২৭৬)
আর এ সুযোগ কাজে লাগাতে হয় নেক আমল করে। ভবিষ্যৎ জীবনে যা তার একমাত্র পাথেয় হবে। নামাজ, রোজা, তাসবিহ এবং অন্যান্য ইবাদত করে এ সুযোগ কাজে লাগাতে হবে।
আমাদের এ ছোট জীবনের অপর নাম সময়। জীবনের পরিসীমার নামই সময়। সময় নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত। যেমনই সময় সম্পর্কে তাইফুর আল- বাসতামি বলেন।
'দিন-রাত। এই তো মুমিনের পুঁজি। মুমিনের মূলধন। মূলধন সঠিকভাবে বিনিয়োগে জান্নাত লাভ হবে। আর যদি তা হেলায়-খেলায় ও মন্দ কাজে বিনিয়োগ করা হয়, তবে তা জাহান্নাম নামের ক্ষতিগ্রস্ততাকেই ত্বরান্বিত করবে।***
সময়ের বিভিন্ন সমষ্টির বিভিন্ন নাম। সেকেন্ড, মিনিট, ঘণ্টা, দিন, সপ্তাহ, মাস, বছর, যুগ, শতাব্দী। 'একটি বছরকে আমরা তুলনা করতে পারি একটি গাছের সাথে। বছরের মাসগুলো সে গাছের শাখা-প্রশাখা। প্রতিটি দিন গাছের একেকটি ডাল। প্রত্যেকটি ঘণ্টা গাছের একেকটি পাতা। আর প্রতিটি মুহূর্ত গাছের ফল। যার মুহূর্তগুলো ইবাদত ও আনুগত্যে কাটবে, তার ফল হবে সুমিষ্ট। সে গাছটি পরিণত হবে একটি পবিত্র বৃক্ষে। আর যার মুহূর্তগুলো কাটবে পাপ-পঙ্কিলতায়, তার ফল হবে অখাদ্য। আর সে গাছটিও হবে অপবিত্র।**
আমরা যারা সময়ের মূল্য জানি না; বুঝি না যে, সময় কত মূল্যবান-তারাই প্রতিদিনের ডুবন্ত সূর্য দেখে দুঃখ ভারাক্রান্ত হই না। আমাদের জীবন থেকে একটি দিন চলে গেল,আমাদের অস্তিত্বের একটি অংশ চলে গেল,অথচ আমাদের মাঝে দেখা যায়না কোনো ধরনের অস্থিরতা! একটি দিন চলে যাওয়ার কী অর্থ? একটি দিন যাওয়া মানে-এ দিনের হিসেব সংরক্ষিত হয়ে বাওয়া, এ দিনের আমলের গুনতি হয়ে যাওয়া, এ দিনের মুহূর্তগুলো কালের গর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়া।

إنا للفرح بالأيام تقطعتها وكل يوم مضى يدني من الأجل

'দিনগুলো কাটিয়ে আমরা কেমন যেন আনন্দিত হই। অথচ প্রতিটি দিনই আমাদের মৃত্যুর সময় এগিয়ে দিচ্ছে। (সিফাতুল সাফওয়া : ৩/৩৯০)

হাসান বসরি বলেন,

'বান্দা থেকে আল্লাহর মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার আলামত হচ্ছে, বান্দাকে অনর্থক কোনো কাজে ব্যস্ত করে রাখা। এমনটি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার জন্য অপমানস্বরপ। (জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম:১৩৯)

"দিন-রাত সময়ের একেকটি স্তর। মানুষ সমরের একেকটি স্তর পার হয়ে সামনে এগিয়ে চলে। এভাবে এক সময় তাদের সফরের অবসান ঘটে। যদি কোনো মানুষ প্রতিটি স্তরে, প্রতিটি দিনেই সামনের শ্রীবনের পাথেয় জোগাড় করতে পারে তবে সে যেন তা-ই করে।

যদি এ জীবন-সফর খুব দ্রুতই শেষ হয়ে যায়। এমনটা কী হতে পারে না?

হ্যাঁ, বিষয়টা যে এর চেয়ে দ্রুতও ঘটতে পারে। আমরা জানি না, কত দ্রুত আমাদের জীবন সফর ফুরিয়ে যাবে। তাই নিজের এ সফরে পাথেয় জুগিয়ে নাও। যে কাজটি তোমার করা কর্তব্য তা করতে থাকে। হয়তো যেকোনো সময়েই হঠাৎ করে অবসান হবে এ জীবন-সফরের।'

إنما الدنيا إلى الجنة والنار طريق والنيالي متجر الإنسان والأيام سوق

"এ দুনিয়া জান্নাত ও জাহান্নামের যাত্রাপথ মাত্র,

রাতের প্রহরগুলো মানুষের জন্য ব্যবসার মুহূর্ত, আর দিনের বেলাগুলো বাজারের মতো।

---

[১৩] সময় কখনো ফিরে আসে না (শাইখ আব্দুল মালিক আল কাসিম) বই

১৭।সময় বিন্যাস

একজন মুমিন-মুসলমানকে তার দুনিয়াবি ও দ্বীনি কাজের অত্যাবশ্যকীয় এবং আরও অন্যান্য যেসব কাজ করতে হয়, তার আলোকে সময়কে গুছিয়ে পরিকল্পনা করতে হয়; যেন একটি অন্যটির ওপর প্রাধান্য না পায়। গুরুত্বহীন কাজ গুরুত্বপূর্ণ কাজের ওপর প্রাধান্য না পায় কিংবা সাধারণ গুরুত্ববহ কিছু অধিক গুরত্ববহ কিছুর ওপর প্রাধান্য না পায়।

সময়ের মাঝে শেষ করতে হবে-এমন কিছু সময়ের বাধ্যবাধকতামুক্ত কাজের ওপর প্রাধান্য না পায়। যে কাজটি তাৎক্ষণিক করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে, অন্য কাজ বাদ দিয়ে তাৎক্ষণিক সেই কাজ করতে হবে। আর যে কাজের একটি নির্দিষ্ট সময় আছে, সে কাজ যথাসময়ে শেষ করতে হবে।

নবিজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লাম) ইবরাহিম (আ.)-এর সহিফা থেকে বর্ণনা করে বলেন-

একজন বিবেকবানের ৪টি সময় থাকবে (যতক্ষণ সে প্রবৃত্তি বিবেকের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করতে পারবে না)।

- একটা সময় সে তার রবের কাছে চাওয়া-পাওয়ার কথা বলবে।
- একটা সময় সে নিজেকে মূল্যায়ন করবে।
- একটা সময় আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে ভাববে।
- আর একটা সময় তার খাবার-পানীয়ের জন্য খালি রাখবে।

মানুষের মধ্যে যারা অধিকতর দায়িত্ব গ্রহণ করে আছেন; যাদের নিয়মিত ব্যস্ততা আছে, তারা সময় ভাল করে নেওয়া এবং বিন্যাসের অধিকতর মুখাপেক্ষী। কারণ, তাদের দায়িত্বের গণ্ডি সাধারণের চেয়ে ব্যাপক। তারা ভালো করেই উপলব্ধি করেন, সময়ের চেয়ে দায়িত্বের ভার অনেক বেশি।

'সময়' বিন্যাসের সময় একটা অংশ বিশ্রাম এবং একটি অংশ বিনোদনের জন্য রাখতে হবে। কারণ, লম্বা সময় ধরে একাগ্র কাজ করার পর আত্মা ক্লান্ত হয়ে পড়ে। শরীরের মতো অন্তরেরও ক্লান্তি আসে। তাই যে সুযোগ পাবে, সে হালাল বিনোদনের সুযোগগুলো গ্রহণ করবে।

এ ব্যাপারে আলি বলেছেন,

-'নিয়মিত বিরতিতে তোমাদের হৃদয়-মনের জন্য বিনোদনের ব্যবস্থা করো। কারণ, মনের ওপর জবরদস্তি হলে সে অন্ধ (দিশেহারা) হয়ে পড়ে।'

একজন মুসলিম ব্যক্তির উচিত হবে না নফসের ওপর বাড়াবাড়ি রকমের চাপ নেওয়া। এই বাড়তি চাপ মানসিক শক্তিকে দুর্বল করে দিতে পারে: যা স্বাভাবিক গতিকে পরিবর্তন করে দেবে। তার নিজের, পরিবার ও সমাজের অধিকার গৌণ করে দেবে। এই বাড়াবাড়ি আল্লাহর ইবাদত তথা সিয়াম, তাহাজ্জুদ কিংবা দুনিয়াবিমুখতা অথবা তাপস। একোনো ক্ষেত্রেই হওয়া উচিত নয়!

এ জন্যই নবিজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন দেখলেন, সাহাবিরা তাঁর পেছনে রাতের নামাজে দীর্ঘ সময় ব্যয় করছে, তখন তিনি তাদের বললেন-

'তোমরা তোমাদের সাধ্যের আলোকে নেক কাজ করো। কারণ, আল্লাহ তোমাদের আগে বিরক্ত হবেন না। আর আল্লাহর দরবারে সর্বোত্তম নেক কাজ হলো যা নিয়মিত করা হয়, তা পরিমাণে কম হলেও।' (বুখারি ও মুসলিম)

অন্য এক জায়গায় তিনি বলেছেন-

'নিশ্চয়ই দ্বীন সহজ। দ্বীন নিয়ে যে বাড়াবাড়ি করে, দ্বীন তার ওপর জয়ী হয়। কাজেই তোমরা মধ্যমপন্থা অবলম্বন করো এবং (মধ্যমপন্থার) নিকটে থাকো। আশান্বিত থাকো এবং সকাল-সন্ধ্যায় ও রাতের কিছু অংশে (ইবাদত সহযোগে) সাহায্য চাও। (বুখারি ও নাসায়ি)

আর যারা কুরআন তিলাওয়াত, রাতের সালাত এবং সিয়ামে বাড়াবাড়ি করেন, তাদের তিনি মধ্যপন্থা ও ন্যায়নিষ্ঠার পরামর্শ দিয়েছেন।

তিনি বলেন- 'তোমার ওপর তোমার শরীরের কিছু অধিকার রয়েছে। তোমার পরিবারের কিছু অধিকার রয়েছে। তোমার স্ত্রীর কিছু অধিকার রয়েছে।'

(বুখারি ও মুসলিম)

---

[১৪]মুমিন জীবনে সময় (লেখক ইউসুফ আল কারজাভি) বই

আনুগত্য এবং তাপস্যায় সীমালঙ্ঘনকারী একটি দলকে উদ্দেশ্য করে রাসূল (সা.) বলেন-

'আমি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আল্লাহভীরু এবং মুত্তাকি। কিন্তু আমি রাতে সালাতে দাঁড়াই আবার ঘুমাইও। সাওম পালন করি আবার সাওম ভঙ্গও করি। আমি নারীদের বিবাহও করেছি। যে আমার চলার পথ (সুন্নাহ) থেকে বিমুখ হলো, সে আমার দলভুক্ত নয়।'(বুখারি :৫০৬৩, মুসলিম: ১৪০১)

এটাই নবির সুন্নাহ। এটাই নবি করিম (সা.) এর চলার পথ। এই পথ আধ্যাত্মিকতা ও বস্তুর মাঝে সমন্বয়। করে তৈরি করে। আর এটাই হলো আত্মার প্রশান্তি এবং প্রতিপালকের অধিকারের ভারসাম্য তৈরির পথ।

১৮।উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত কাজ

সকল মুসলিমকে জানতে হবে-সময় তার মন, জবান, শরীর কিংবা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাছে কোন কাজটি দাবি করছে। তাকে সময়ের ময়ের চাহিদা অনুযায়ী কাজে মনোনিবেশ করতে হবে এবং তা বাস্তবায়নে সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে, যেন গুরুত্ব এবং প্রয়োজনভেদে সবকিছুকে যথাস্থানে রাখতে পারে। আর তা আল্লাহর দরবারে যথাযথভাবে কবুল হয়।

আবু বকর উমর -কে দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়ার সময় উপদেশ দিয়ে বলেছেন-

'শোনো! দিনে আল্লাহর কিছু কাজ রয়েছে, যা রাতে কবুল হবে না। আর রাতের কিছু কাজ রয়েছে, যা দিনে কবুল হবে না।'

স্থান-কাল-পাত্র চিন্তা না করে কাজ হাতে পেলেই করে ফেলা হবে-এটা ঠিক নয়। সঠিক পদ্ধতি হলো, প্রতিটি কাজ উপযুক্ত সময়ে করা। এ জন্যই আল্লাহ তায়ালা অনেক ইবাদত এবং ফরজ কাজের সময়কে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, যা সময়ের আগে করাও জায়েজ নয় আবার পরে করারও সুযোগ নেই। তিনি এর দ্বারা আমাদের বুঝিয়েছেন, কোনো কোনো কাজ তার নির্দিষ্ট সময়ের আগেও কবুল করা হবে না, পরেও না। আল্লাহ তায়ালা সালাত সম্পর্কে বলেন-

'নিশ্চয় নামাজ মুসলমানদের ওপর ফরজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে।(সূরা নিসা: ১০৩)

সওম সম্পর্কে বলেন-

'কাজেই তোমাদের মধ্যে যে লোক এ মাসটি পাবে, সে এ মাসে রোজা রাখবে।'

(সূরা বাকারা: ১৮৫)
হজ সম্পর্কে বলেন-
'হজে কয়েকটি মাস আছে সুবিদিত।' (সূরা বাকারা: ১৯৮)
জাকাত সম্পর্কে বলেন-
'তার অংশ ফসল সংগ্রহের দিন পরিশোধ করে দাও।'(সূরা আনআম: ১৪১)
অন্তরের কর্মও জবানের কর্মের মতো। এটাও নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্টকালে করতে হয়।

১৯। কুরআনের আলোকে সময়

পৃথিবীর শুরু লগ্ন থেকেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র সবকিছুকে একটি নির্দিষ্ট নিয়মে পরিচালনা করে আসছেন। সূর্য প্রতিনিয়ত একটি নির্দিষ্ট সময়ে উদিত হয়। আবার নির্দিষ্ট সময়ে অস্ত যায়। সময়ের গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারীমে একাধিক স্থানে দিবা-রাত্রির কসম করেছেন। কোথাও সকালের, কোথাও চাশতের সময়ের, আরার কোথাও আসরের সময়ের। শরীয়তের প্রতিটি হুকুম আহকামের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেও দেখতে পাই, ইসলাম প্রতিটি কাজের একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করে দিয়েছে। নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত ইত্যাদি বড় বড় আহকাম ছাড়াও অধিকাংশ বিষয়সমূহ সময়ের মালায় গাঁথা।

এরশাদ হচ্ছে:

إِن َّ ّالصَّلَاةَ َكَانَتْ ْعَلَى الْمُؤْمِنِين َكِتَابًا مَوْقُوتًا

নিশ্চয় নামাজ মুসলমানদের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফরজ করা হয়েছে। (সূরা নিসা: ১০৩)

২০।হাদীসের আলোকে সময়

সময়ের মর্যাদা, জীবনের গুরুত্ব, উহার অনুভূতি ও গঠনমূলক জীবন গড়ার প্রতি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন সময় বিচিত্র ভঙ্গিমায় ইঙ্গিত করেছেন। প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার আবু দাউদ রহ, স্বীয় কিতাবে ৪৮০০ (চার হাজার আটশত) হাদীস লিপিবদ্ধ করেছেন। তা থেকে একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী জীবন ব্যবস্থার প্রমাণস্বরূপ চারটি হাদিস নির্বাচন করেছেন।

তার মধ্যে একটি এই,

من حسن إسلام المرء تركه ما لا يع

কোন ব্যক্তির ইসলামের সৌন্দর্য হলো অনর্থক বিষয় পরিত্যাগ করা।

অন্য এক হাদীসে এরশাদ হচ্ছে-

اغتنم خمسا ًقبل خمس حياتك قبل موتك وشبابك قبل هرمك ،وصحتك قبل مرضك ،وغناك قبل فقرك ،فراغك قبل شغلك.

পাঁচটি বস্তু আসার পূর্বে পাঁচটি বস্তুকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করো। মৃত্যুতর পূর্বে জীবনকে, বার্ধক্যের পূর্বে যৌবনকে, অসুস্থ হওয়ার পূর্বে সুস্থতাকে, দরিদ্রতার পূর্বে সচ্ছলতাকে এবং ব্যস্ততার পূর্বে অবসরতাকে। ইমাম বুখারী রহ. রেকাক অধ্যায়ে ও ইমাম তিরমিজি রহ, যুহদ অধ্যায়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ উল্লেখ করেছেন দুটি নেয়ামতের ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষ ধোকাপ্রাপ্ত। একটি হলো সুস্থতা আর অপরটি অবসরতা। সুস্থার মর্যাদা তখনই বুঝা যায়, যখন অসুস্থতার পাহাড় মাথায় চেপে বসে। দ্বিতীয় প্রকার নেয়ামতের কথা ঐ সকল লোকের নিকট জিজ্ঞেস কর, যারা সামান্য সময় অবসর পাওয়ার জন্যে ব্যাকুল। আবু বকর রা. এই দুআ করতেন: হে আল্লাহ আমাদেরকে কঠিন বিপদে ঠেলে দিও না, আর পাকড়াও করো না অসতর্ক অবস্থায়, আর আমাদেরকে অমনোযোগীদের অন্তর্ভুক্ত করবেন না। ওমর রা. দুআ করতেন, হে মাবুদ, আমরা সময়ের বরকত ও কল্যাণময় অংশটুকু লাভের আবেদন করছি। আলী রা. বলতেন: চলমান দিনগুলো তোমাদের জন্য পুস্তিকা বা আমলনামা স্বরূপ। তাই উত্তম আমল দ্বারা উহাকে স্থায়ী করে রাখো। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলতেন, আমি ঐ দিনটির চেয়ে অন্য কোন বস্তুর উপর অধিক অনুতপ্ত হই না, যে দিনটি আমার জীবন থেকে হ্রাস পেল অথচ তাতে কোন নেক আমল যোগ হলো না।

২১।মুসলিম মহামনীষীদের সময়ের মূল্যায়ন

ইতিহাসের পাতাকে যারা অলংকৃত করেছেন, হয়ে আছেন যারা স্বরণীয় ও বরণীয়, তারা সকলেই সময়ের মূল্য হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করেছেন। প্রবন্ধের এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে তাদের সকলের কথা উল্লেখ করা সম্ভব নয়। এখানে মাত্র কয়েকজন মনীষীর আলোচনা করাই যথেষ্ট মনে করছি, বুদ্ধিমানদের জন্য ইশারাই যথেষ্ট।

১. মারুফ কারখী রহ:

একবার তার দরবারে কিছু লোকজন এসে দীর্ঘক্ষণ বিলম্ব করল। বিরক্ত হয়ে তিনি বললেন, সূর্য চালনাকারী ফেরেশতা কখনও ক্লান্ত হন না। অতএব, বল দেখি তোমরা কখন উঠবে?

২. দাউদ তায়ী রহ. :

তিনি রুটির পরিবর্তে ছাতু খেতেন। এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, রুটি চিবানো ও ছাতু খাওয়ার মধ্যে এই পরিমাণ সময়ের ব্যবধান, যাতে ৫০ টি আয়াত তেলাওয়াত করা যায়।

৩. মুহাম্মদ ইবনে ইসাঈল বুখারী রহ:

হাদীস শাস্ত্রের ইমাম বুখারী রহ, ধরাপৃষ্ঠে আগমন করে যখন চোখ খুললেন, তখন সর্বত্র ইসলামী জ্ঞানের চর্চা চলছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জমানা এই মাত্র শেষ হল, সাহাবায়ে কেরামের সংশ্রবে লালিত মহাপুরুষগণ তখনও জীবিত ছিলেন। জ্ঞানের পিপাসা নিয়ে সফরের লাঠি হস্তে ধারণ করে রওয়ানা হলেন তৎকালীন মুহাদ্দিসগণের নিকট বিভিন্ন শহরে। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত হিসাব করে করে কাজে লাগিয়েছেন। কখনো কারো গীবত করেননি। তিনি বলেন: স্মৃতিশক্তি বর্ধনের একমাত্র মাধ্যম হলো-অটল, অবিচল ও একাগ্রতার সাথে পড়াশুনায় নমোনিবেশ করা। তিনি এক লক্ষ সহীহ হাদীস ও দুই লক্ষ গাইরে সহীহ হাদীস মুখস্ত করেছেন।

৪. নাহুবিদ খলীল রহ.

তিনি ছিলেন ইলমে আরুষের প্রবর্তক। তিনি বলতেন, আমার নিকট সর্বাপেক্ষা অসহ্যকর ঐ সময়টুকু, যে সময় আমি খাওয়া দাওয়া করি।

৫. ইমাম মুহাম্মদ রহ:

তিনি তার ইলমী একাগ্রতার কারণে নিজের পোশাকের কোন খবর থাকত না। পরিবারের লোকজন ময়লা কাপড় ধৌত করে দেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কোন খবর থাকত না। একাগ্রতার কারণে কখনো কখনো সালামের জবাব দেওয়ার পরিবর্তে দোয়া করে দিতেন। তার সাথে দুনিয়াবি কথা বলা নিষিদ্ধ ছিল। ঘরে একটি মোরগ ছিল, সেটির ডাকে পড়ালেখায় বিঘ্ন সৃষ্টি হয় বলে তিনি সেটিকে ধরে জবাই করে দিলেন।

একই দিন নাহুবিদ কাসায়ী ও ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর ইন্তেকাল হলে বাদশা হারুনুর রশীদ বললেন:

"আজ ভাষা ও ফিকাহ শাস্ত্র দাফন করে ফেললাম"।

শাইখুল হাদীস যাকারিয়া রহ, দীর্ঘদিন ধরে মাত্র এক বেলা খানা খেতেন।

মাওলানা এজাজ আলী রহ. ক্লাশ শুরু হওয়ার ৫/১০ মিনিট পূর্বে কামরা থেকে বের হয়ে যেতেন। আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশমিরি রহ. মুমূর্ষ অবস্থায়ও কিতাব অধ্যায়ন করতেন। এ সকল মনীষীগণ সময় সংরক্ষণের উজ্জল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

---

[১৫]সময় সে তো জীবন (চৌধুরী আবুল কালাম আজাদ) বই

২২।ছাত্রজীবনে সময়ের মূল্য

ছাত্রজীবন কে বলা হয় জীবন সংগ্রামের প্রস্তুতির সময়। এই সময় আমরা নিজেকে যেভাবে পরিচালিত করব ভবিষ্যতে ঠিক সেরকম ফলাফল পাব। এই সময় যে বীজ বপন করা হয় ভবিষ্যতে ঠিক তেমন ফল পাওয়া যায়। ছাত্রজীবনে অধ্যায়ন হচ্ছে প্রধান এবং গুরুত্বপূর্ণ

কর্তব্য। প্রতিদিনের পড়া পরবর্তী সময়ের জন্য ফেলে না রেখে প্রতিদিন শেষ করার মানসিকতা থাকতে হবে।

ছাত্রজীবনে পাঠাভ্যাসের পাশাপাশি শরীরচর্চা, চরিত্রগঠন এবং সংযমের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। এক জন ছাত্র তার ছাত্রজীবনে যত পরিশ্রম করবে তার কর্মজীবন তত সফল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আর এই সাফল্য নির্ভর করে একজন ছাত্রের সময়ের সঠিক মূল্যায়নের উপর। সুতরানফ, শৈশব থেকে সময়ের প্রতি সবার শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিৎ। ছাত্রজীবনে যারা সময় নষ্ট করেনা, দৈনন্দিন কর্মসূচিকে অবহেলা করেনা তারাই ছাত্রজীবনে সোনার কাঠির পরশ পায়।

তাইতো এ প্রসঙ্গে উইলিয়াম শেক্সপিয়ার বলেছেন,

" সময়ের প্রতি যাদের শ্রদ্ধা নেই, তারাই পৃথিবীতে নিঃস্ব, বঞ্চিত ও পরমুখাপেক্ষী।"

২৩।যৌবনে সময়ের মূল্য

اِغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ

তোমার বার্ধক্য আসার আগেই তোমার যৌবনের গুরুত্ব দাও।

অর্থাৎ যৌবন নামক যে গনিমত তোমাকে আল্লাহ তায়ালা দিয়েছেন তা ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই তুমি তার ফায়দা লুফে নাও কারণ তোমার বার্ধক্য তোমাকে আর তোমার যৌবনে ফিরে আসতে দিবেনা। তুমি তোমার যৌবনেই আল্লাহর আনুগত্যে সময় ব্যয় কর। আল্লাহর রাসূল স: যৌবনের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন কারণ এই বয়সেই মানুষ তার মনের মতো করে সবকিছু সাজিয়ে নিতে পারে। এই বয়স পার হয়ে গেলে সে তার জীবনের অসংখ্য চাহিদা পূরণ করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়।

একজন বৃদ্ধ যেমন যুবকের মতো হাড্ডি চিবিয়ে খাওয়া দেখে আপসোস ছাড়া আর কিছূই করতে পারে না। ঠিক তেমনি যৌবন পার হয়ে বার্ধক্যে এসে গেলে অসংখ্য অগনিত কাজের ইচ্ছা থাকা সত্তেও সে তা বাস্তবায়ণ করতে পারে না। কারণ তখন তার মন সায় দিলেও তার দেহ তাকে সায় দেয় না। তাই যৌবনের ইবাদতর প্রতি আল্লাহর রাসূল স: বলেছেন:

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ : إِمَامٌ عَادِلٌ ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي طَاعَةِ اللهِ.... رواه البخاري আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কেয়ামতের দিন সাত ব্যাক্তিকে তাঁর ছায়ায় ছায়া দিবেন যেদিন তাঁর ছায়া ব্যাতিত আর কোন ছায়া থাকবেনা । তার মধ্যে প্রথম হলো ন্যায় পরায়ণ বাদশা আর দ্বিতীয় হলো যে তার যৌবন আল্লাহর আনুগত্য তথা ইবাদতে কাটিয়ে দিয়েছে... (বুখারী)।

অন্য হাদীসে রাসূল স: বলেন

لَا تَزُولُ قَدَمُ ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، حَتَّى يَسْأَلَهُ عَنْ خَمْسٍ عن عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاه ، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاه ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَه ، وَفِيمَا أَنْفَقَه ، وَمَا عَمِلَ فِيمَا علم ـ ترمذي

অর্থাৎ : কোন বনী আদম কেয়ামতের দিন তাঁর রবের নিকট থেকে এক কদম ও নড়া ছড়াও পারবে না যথক্ষণ না সে পাঁছটি প্রশ্নের উত্তর দিবে একটি হলো সারাটা জীবন সে কোন পথে ব্যয় করেছে? দ্বিতীয় প্রশ্ন করা হবে তার যৌবনকাল কোথায় ব্যয় করেছে?.... (তিরমিজী)। আল্লাহর রাসূল স: অত্র হাদীসদ্বয়ে যৌবনের ইবাদতের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন কারণ যৌবনে মানুষ যেভাবে প্রতিটি ইবাদত যথাযথভাবে করতে পারে পড়ন্ত বয়সে তেমন করতে পারে না। যৌবনকালে চাইলে হিমালয় পর্বত জয় করা সম্ভব কিন্তু বার্ধক্যে হিমালয় পর্বততো দূরের কথা সমতলে হাঁটতেও হাঁপিয়ে ওঠে। আজ আমাদের সমাজে যুব সমাজকে টার্গেট করে সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা তাদের শয়তানী কার্যকলাপ পরিচালনা করে আসছে।

২৪।দুনিয়াতে সময়ের মূল্য

اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ حَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ অর্থাৎ তোমর মৃত্যু আসার আগে তুমি তোমার জীবনকে গুরুত্ব দাও। কেননা যখন মৃত্যুর দূত আসবে তখন কোন অযর আপত্তিই মানুষকে তার মৃত্যু থেকে রক্ষা করতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন: وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ ، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ অর্থাৎ: আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি, তা থেকে মৃত্যু আসার আগেই ব্যয় কর। অন্যথায় সে বলবেঃ হে আমার পালনকর্তা, আমাকে আরও কিছুকাল অবকাশ দিলে না কেন? তাহলে আমি সদকা করতাম এবং সৎকর্মীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। প্রত্যেক ব্যক্তির নির্ধারিত সময় যখন উপস্থিত হবে, তখন আল্লাহ কাউকে অবকাশ দেবেন না। তোমরা যা কর, আল্লাহ সে বিষয়ে খবর রাখেন।(সুরা মুনাফিকুন: ১০-১১)

যখন মানুষের নিকট মৃত্যু উপস্থিত তখন দুনিয়াতে আল্লাহকে অস্বীকারকারীগন আল্লাহর কাছে দুনিয়ার আবার দুনিয়াতে ফিরে আসার সুযোগ প্রার্থনা করবে। নষ্ট করে ফেলা কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তা প্রত্যখ্যান করবেন। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন: حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ ۚ كَلَّا ۚ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا ۖ وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ অর্থাৎ যখন তাদের কারও কাছে মৃত্যু আসে, তখন সে বলেঃ হে আমার পালণকর্তা! আমাকে পুনরায় (দুনিয়াতে) প্রেরণ করুন। যাতে আমি সৎকর্ম করতে পারি, যা আমি করিনি। কখনই নয়, এ তো তার একটি কথার কথা মাত্র। তাদের সামনে পর্দা আছে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত। (সূরা আল মুমিনূন: ৯৯-১০০)।

২৫। অবসরে সময়ের মূল্য

اِغْتَنِم خَمْسًا قَبْل خَمْس صِحَّتُك قَبْل سُقْمِك

তোমার অসুস্থতার পূর্বে সুস্থতাকে গুরুত্ব দাও। সুস্থতা আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের জন্য এক বিশাল নেয়ামত। সুস্থ অবস্থায় একজন মানুষ যেভাবে ইবাদত করতে পারে অসুস্থ অবস্থায় সেভাবে পারে না। শুধু ইবাদতই নয়, মানুষ তার কোন কাজ-কর্মই সঠিকভাবে করতে পারে না। কখনো কখনো মানুষ তার প্রচন্ড অসুস্থতায় আল্লাহর হুকুমকে অমান্য করে। মানুষ যখন সুস্থ থাকে তখন সে এ সুস্থতাকে তেমন মূল্যায়ণ করে না। আর যখনই সে কোন রকম অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন সে চরম হতাশ হয়ে পড়ে ।সে মনে করে তার রোগটাই পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন রোগ । তারা যন্ত্রনাই কঠিন যন্ত্রনা। অথচ সুস্থ থাকা অবস্থায় সে একে তেমন কোন রোগই মনে করতো না। এই কারণেই রাসূল স: বলেছেন: نِعْمَتَان مَغْبُوْن فِيْهِما كَثِيْر مِن النَّاس: اَلصِّحَّة، وَالْفَرَاغ (رواه البخاري) মানুষের মধ্যে অধিকাংশ মানুষ দুটি নেয়ামতের খুব অবহেলা করে- একটি হলো সুস্থতা অপরটি হলো অবসরতা (বুখারী)।

অসুস্থতার আগে সুস্থতার গুরুত্ব ঐ পরীক্ষার্থীই সবচেয়ে বেশি বুঝতে পারবে যে কিনা পরীক্ষার আগের দিন পড়বে বলে তার সকল পড়া জমা করে রেখে ছিল কিন্তু কোন কারণে সে পরীক্ষার আগের দিন এতো বেশি অসুস্থ হলো যে পড়াতো দুরের কথা পড়ার টেবিলেও বসতে পারেনি। তখন তার কাছে মনে হবে তার সুস্থতার সময়েই সে পড়াটা পড়ে রাখলে সবচেয়ে ভালো হতো। এজন্যই বলা হয় "সুস্থতা স্বাস্থের মাথার উপর এমন একটা মুকুট যা অসুস্থ ব্যক্তি ছাড়া কেউ দেখতে পায়না"। সুতরাং প্রতিটি মানুষের উচিৎ তার সুস্থতাকে গুরুত্ব দিয়ে সে তার রবের দেওয়া সকল দায়িত্ব পালন করে নেওয়া। কারণ সুস্থ অবস্থায় ইবাদতের যে পরিপূর্ণতা আসে তা অসুস্থ অবস্থায় আসে না।

২৬। সময় ও অলসতা

সময়, মহাবিশ্বের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। এটি একবার চলে গেলে আর ফিরে আসে না। অথচ আমরা প্রায়ই এই অমূল্য সম্পদকে অবহেলা করে থাকি। অলসতা আমাদের জীবনের এই সবচেয়ে বড় শত্রু। এটি আমাদেরকে পিছিয়ে রাখে, স্বপ্ন পূরণে বাধা দেয় এবং জীবনকে অর্থহীন করে তোলে। এই নিবন্ধে আমরা সময় ও অলসতার মধ্যকার সম্পর্ক, অলসতার কারণ এবং এর থেকে মুক্তির উপায় নিয়ে আলোচনা করব।

অলসতা হলো কর্মবিমুখতা। এটি আমাদেরকে নিষ্ক্রিয় করে তোলে, কাজ করতে উৎসাহিত করে না। অলসতা আমাদেরকে অনেক ক্ষতি করে। এটি আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর, মানসিক চাপ বাড়ায় এবং সামাজিক জীবনকে নষ্ট করে। অলসতার কারণে আমরা আমাদের লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ি এবং জীবনে সফল হতে পারি না।

অলসতার কারণ:

অলসতার অনেক কারণ থাকতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে:

আত্মবিশ্বাসের অভাব: যারা নিজেদের ক্ষমতায় বিশ্বাস করে না, তারা প্রায়ই কাজ করতে ভয় পায় এবং অলস হয়ে পড়ে।

লক্ষ্যের অভাব: যাদের কোনো স্পষ্ট লক্ষ্য নেই, তারা জীবনে কোনো উদ্দেশ্য খুঁজে পায় না এবং অলস হয়ে পড়ে।

প্রেরণার অভাব: যাদের কাজ করার জন্য কোনো প্রেরণা নেই, তারা অলস হয়ে পড়ে।

ভয়: নতুন কিছু শেখার ভয়, ব্যর্থ হওয়ার ভয় ইত্যাদি কারণে মানুষ অলস হয়ে পড়ে।

শারীরিক সমস্যা: কিছু শারীরিক সমস্যাও অলসতার কারণ হতে পারে।

অলসতা থেকে মুক্তির উপায়:

অলসতা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। এর জন্য আমাদেরকে কিছু পদক্ষেপ নিতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে:

লক্ষ্য স্থির করা: প্রথমে আমাদেরকে জীবনে একটি স্পষ্ট লক্ষ্য স্থির করতে হবে। এই লক্ষ্য আমাদেরকে কাজ করার জন্য প্রেরণা যোগাবে।

পরিকল্পনা করা: লক্ষ্য স্থির করার পর আমাদেরকে সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য একটি পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে।

ছোট ছোট কাজে মনোযোগ দেওয়া: বড় লক্ষ্যকে ছোট ছোট কাজে ভাগ করে নিয়ে কাজ শুরু করতে হবে।

সময়সূচি মেনে চলা: একটি নির্দিষ্ট সময়সূচি অনুযায়ী কাজ করতে হবে।

আত্মবিশ্বাস বাড়ানো: নিজের ক্ষমতায় বিশ্বাস রাখতে হবে।

প্রেরণা জাগিয়ে তোলা: নিজেকে প্রেরণিত রাখার জন্য নতুন নতুন কাজ শিখতে হবে, নতুন লোকদের সাথে পরিচয় করিয়ে নিতে হবে।

শারীরিক স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়া: ভালো খাবার খাওয়া, নিয়মিত ব্যায়াম করা এবং পর্যাপ্ত ঘুম নেওয়া অলসতা দূর করতে সাহায্য করে।

সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তোলা: অন্যদের সাথে মিশে থাকা এবং সামাজিক কাজে অংশগ্রহণ করা অলসতা দূর করতে সাহায্য করে।

২৭।সময় সংরক্ষণের কতিপয় মূলনীতি

সময় মানব জীবনের মূল্যবান পুঁজি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো মানুষ উহা যে পরিমাণ নির্ভীকতা, নিষ্ঠুরতা ও অবহেলা করে নষ্ট করে দেয়, তার আয়ত্বাধীন অন্য কোন জিনিষ এমনিভাবে নষ্ট করে না। এদিকে লক্ষ্য করে সময়ের সঠিক ব্যবহারের তিনটি মূলনীতি রচনা করা হল।

১. রুটিন:

দিবারাত্রির প্রতিটি কাজের জন্য একটি নিদিষ্ট সময় নির্ধারণ করার নাম রুটিন। ক্ষণিকের জীবনে মানুষকে অনেক কাজ করতে হয়। পাড়ি দিতে হয় তাকে জীবন নৌকার প্রতিটি ঘাটি। সকল কাজ সঠিকভাবে সম্পাদন করা তখনই সম্ভব ও সহজ হবে, যখন সে পূর্ব থেকেই একটি রুটিন তৈরি করে নেবে। তবে রুটিন করতে গিয়ে অত্যন্ত বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে হবে। যে কাজ যে সময় সম্পাদন করা অধিক

উপযোগী সে কাজ তখনই করতে হবে। উদাহরণত: যে সকল কাজে উদ্যমতা ও সুস্থ মস্তিস্ক প্রয়োজন সে সকল কাজের সময়সূচী এমন সময় রাখতে হবে, যখন মস্তিস্ক সুস্থ, সবল ও ঠান্ডা থাকে, এবং মানব প্রকৃতিতে যৌবনতা অটুট থাকে। আর সে সময়টি হলো সকাল। প্রভাতে মানুষের স্মৃতিশক্তি ও যোগ্যতা সজীবতায় আচ্ছন্ন থাকে।

এ কারণেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় উম্মতের জন্য দোয়া করেছেন-

اللهم بارك لأمتي في بكورها. (رواه الترمذ(

হে আল্লাহ তুমি আমার উম্মতের জন্য প্রভাতে বরকত দান কর। (তিরমিজি)

সময়সূচী নির্ধারিত থাকলে কোন সময় কি দায়িত্ব সে সম্পর্কে চিন্তা করে সময় নষ্ট করতে হয় না। এমনিতেই তার স্মরণে এসে যায়।

২. সুস্থতা:

সুস্থতা মানব জীবনের একটা বড় নেয়ামত। মন মস্তিস্কের সুস্থতা দেহের সুস্থতার উপর নির্ভরশীল। দেহ ও মন আমাদের কাছে খোদাপ্রদত্ত আমানত।

তাই এ আমানতের হক আদায় করতে হবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ

ن لربك عليك حقا ، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه، (رواه البخاري(

যেমনি তোমার উপর তোমার প্রভুর হক রয়েছে, তেমনি তোমার দেহ ও পরিবার-পরিজনের হকও তোমার উপর রয়েছে। অতএব, প্রত্যেককে তাদের প্রাপ্য আদায় করে দাও।

খলিফা ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ রহ. একবার আরাম করছিলেন। এ সময় তার এক পুত্র এসে বলল, আব্বা আপনি শুয়ে আছেন; অথচ লোকজন আপনার অপেক্ষায় (দরজায়) দাড়িয়ে আছে? তিনি বললেন: হে বৎস! দেহ আমার বাহনস্বরূপ, আমার ভয় হচ্ছে যদি মাত্রাতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেই তাহলে তা (অপারগ হয়ে) বসে পড়বে।

যথা সময়ে সুষ্ঠু সুন্দর কার্য সম্পাদন করতে হলে শারীরিক সুস্থতা সংরক্ষণের প্রতি দৃষ্টি রাখা একটি প্রকৃতিগত বিষয়। কাজ অল্প হোক, কিন্তু তা নিয়মিত হওয়া চাই।
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل، (رواه البخاري(

আল্লাহর কাছে ঐ আমল সবচেয়ে প্রিয় যা অল্প হলেও নিয়মিত করা হয়।

৩. আত্মসমালোচনা:

কি ব্যয় হলো আর কি পাওয়া গেল? কতটুকু উপার্জিত হল, আর কতটুকু লোকসান হলো? এটা নির্ণয় করার কষ্টিপাথরের অপর নাম ইহতেসাব বা আত্মসমালোচনা। এভাবে কড়ায় গন্ডায় হিসেব লাগালে অন্তরে অনুশোচনার সৃষ্টি হয়। এবং ভবিষ্যতে সময় নষ্ট না করার মানসিকতা সৃষ্টি হয়।

২৮। সময় নষ্ট করার অপরাধ

বড় দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় হলো, বর্তমানে অনেকের কাছে সময় বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ ধরনের মানুষদের মধ্যে অনেকে তাদের সঙ্গী-সাথিকে বলে, চলো, আমরা গল্পগুজব করে কিছুটা সময় অতিবাহিত করি। এমন কথার দ্বারাই সময়ের প্রতি তাদের অবহেলা, গুরুত্বহীনতা ও আল্লাহর (নৈকট্য) থেকে দূরে সরে যাওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। জনৈক ব্যক্তি সত্যই বলেছেন, 'অযথা সময় নষ্ট করা সময়ের প্রতি অবজ্ঞার আলামত বহন করে।'

কতিপয় উলামায়ে কিরামের মতে عقوق الايام)সময়ের অপব্যবহার) বলতে বোঝায়-
যদি কোনো ব্যক্তি তার ওপর অর্পিত কোনো ফরজ আদায়, মর্যাদাপূর্ণ দায়িত্ব পালন, আল্লাহর প্রশংসা আদায় বা তাসবিহ পাঠ, যেকোনো ভালো কাজ অথবা তার অর্জিত উপকারী ইলমকে কাজে লাগানো ইত্যাদির মধ্য দিয়ে তার দিন অতিবাহিত না করে, তাহলে সে ওই দিনের প্রতি অকৃতজ্ঞ হলো।

২৯। সময় অপচয়ের দিকগুলো

- প্রতিনিয়ত টেলিভিশনে অনলাইন চ্যানেলগুলো দেখা এবং সব সময় সেগুলোর প্রতি আসক্ত হয়ে থাকা।
- বেশি বেশি ঘুমানো এবং প্রত্যেকবার ঘুম থেকে উঠে কিছুক্ষণ সুখকর বিশ্রাম গ্রহণ করা।
- গুরুত্বপূর্ণ পড়া বাদ দিয়ে অযথা পত্রপত্রিকা নিয়ে পড়ে থাকা।
- শরিয়াহসম্মত কিংবা শরিয়াহ-গর্হিত পন্থায় আনন্দ ভ্রমণ করা ইত্যাদি।

মোবাইল ফোন ব্যবহার

নিঃসন্দেহে মোবাইল ফোন এই শতাব্দীর অন্যতম বিষ্ময়কর আবিষ্কার। এই আবিষ্কার দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে ভ্রমণ করা, হাত মারফৎ চিঠি পাঠানো এবং অপ্রত্যাশিত অতিথির আগমনের অবসান ঘটিয়েছে।

তবে সেই সাথে এটি আমাদের জন্য সময় নষ্ট করার এক বিশাল সুযোগও তৈরি করে দিয়েছে। মাঝে মাঝে মোবাইলে আমরা এমন সব কথা বলে পাপে জড়িয়ে পড়ছি যেসব কথা কোনোভাবেই আমাদের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় এবং বলার দরকারও ছিল না।

গান-বাজনা

“আর মানুষের মধ্য থেকে কেউ কেউ না জেনে আল্লাহ্র পথ থেকে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য নিরর্থক কথাবার্তা (গান-বাজনা ইত্যাদি) কিনে নেয়।”

[সূরা লুকঅমান: ৬]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু মাস’ঊদ (রা.) বলেছেন, “সেই আল্লাহ্র কসম যিনি ছাড়া সত্য কোনো ইলাহ নেই! এই আয়াত দিয়ে গান-বাজনার কথা বলা হয়েছে।”

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

“আমার উম্মতের মধ্যে এমন একদল লোকের উদ্ভব হবে যারা (পুরষদের জন্য) সিল্কের (রেশম) কাপড় পরিধান, মদ্যপান এবং বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহারকে হালাল মনে করবে।” [আল-বুখারী, খন্ড৭, অধ্যায় ৬৯, হাদীস ৪৯৪]

৩০।সময় অপচয়ের কুফল

দুনিয়ায় দেওয়া আল্লাহর অসংখ্য নেয়ামতের একটি হলো সময়। কোরআন-হাদিসের বিভিন্ন স্থানে এ নেয়ামতের যথার্থ মূল্যায়নের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কেননা, সময়ের যথাযথ মূল্যায়ন ও ব্যবস্থাপনা ছাড়া মানবসম্পদ উন্নয়ন সম্ভব নয়। ইসলামি শরিয়ত এ কারণে সময় ব্যবস্থাপনাকে মানবজীবনের গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করে।

কোরআনে কারিমে অনর্থক কাজে সময় ব্যয়ের বিষয়ে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। এমনকি আল্লাহতায়ালা সময় বোঝানোর জন্য কোরআনে কারিমে অনেক প্রতিশব্দ ব্যবহার করে এর প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন।

ইরশাদ হয়েছে, 'তিনি সূর্যকে করেছেন তেজোদ্দীপ্ত, আর চন্দ্রকে করেছেন আলোকময়। আর তার (হ্রাস-বৃদ্ধির) মনজিলগুলো সঠিকভাবে নির্ধারণ করেছেন, যাতে তোমরা (এ নিয়ম দ্বারা) বছরের গণনা এবং দিন তারিখের হিসাব জানতে পার; (আসলে) আল্লাহতায়ালা যে এসব কিছু সৃষ্টি করে রেখেছেন (তার) কোনোটাই তিনি অনর্থক সৃষ্টি করেননি; যারা (সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে) জানতে চায় তাদের জন্য আল্লাহতায়ালা তার নির্দেশগুলোকে সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করেন।

' সময় ও জীবন আল্লাহর দান। সময়ের ইতিবাচক ব্যবহারই জীবনের সফলতা। সময়ের অপচয় ও অপব্যবহার জীবনের ব্যর্থতা। সময়ের যথাযথ ব্যবহার না করার

একবার হজরত রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে প্রশ্ন করা হলো, সৌভাগ্যবান কারা? তিনি বললেন, সৌভাগ্যবান তারা, যারা দীর্ঘায়ু লাভ করেছে এবং তা নেকআমলের মাধ্যমে অতিবাহিত করেছে। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হলো, দুর্ভাগা কারা? তিনি বললেন, দুর্ভাগা তারা যারা দীর্ঘায়ু পেয়েছে এবং তা আমলবিহীন অতিবাহিত করেছে। (তিরমিজি : ২৩২৯)

নবী মুহাম্মাদ (সা.) নিজে সময়কে গুরুত্ব দিতেন এবং উম্মতদের যথাযথভাবে মূল্যায়ন করতে তাগিদ দিয়েছেন। প্রতিটি মানুষকে সময়ের হিসাব কিয়ামতের দিন

দিতে হবে বলে তিনি সতর্ক করে দিয়েছেন। বহু হাদিসে বলা হয়েছে, পরকালে মানুষকে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের হিসাব দিতে হবে। হাদিসে আরও বলা হয়েছে, পরকালে মানুষ যে বিষয়ে সবচেয়ে অনুতপ্ত হবে তা হলো, অবসর সময়ের সদ্ব্যবহার না করা। সময়ে নেকআমল করলে বান্দার অবস্থার উন্নয়ন হবে, বদআমল করলে তার অবনতি হবে। আমল ছাড়া সময় পার করলে তাও তার জন্য প্রকারান্তরে ক্ষতি হিসেবেই গণ্য হবে। কারণ, মানুষের আয়ুষ্কাল প্রবহমান সময়। তা যদি সৎকর্মে ব্যয়িত হয়, তবে নেকআমল হিসেবে গণ্য হবে; আর যদি নেক আমলবিহীন চলে যায়, তা বদআমল হিসেবেই পরিগণিত হবে। যেহেতু নিষ্ক্রিয়তা কিংবা অকর্মণ্য তাও একটি ক্রিয়া।

সময়ের প্রতি অবহেলা সম্পর্কে সাবধান করে কোরআনে কারিমে বলা হয়েছে, 'প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদের মোহাচ্ছন্ন করে রাখে, যতক্ষণ না তোমরা সমাধিগুলো দেখতে পাও (তোমাদের মৃত্যু হয়)। এটি কখনো সংগত নয়! অচিরেই তোমরা জানতে পারবে। আবারও

বলি, এটি মোটেই সমীচীন নয়; তা তোমরা অনতিবিলম্বে জানতে পারবে। না, তোমাদের নিশ্চিত জ্ঞান থাকলে অবশ্যই তোমরা মোহগ্রস্ত হতে না। তোমরা (সময়ের প্রতি উদাসীন কর্মে অবহেলাকারীরা) অবশ্যই জাহান্নাম দেখবে (তাতে প্রবেশ করবে)। পুনশ্চ! অবশ্যই অতি অবশ্যই তোমরা জাহান্নাম চাক্ষুষ দেখে (তাতে প্রবেশ করে তার শাস্তি ভোগ করে) প্রত্যয় লাভ করবে। অতঃপর অবশ্যই সেদিন তোমাদের প্রদত্ত সব নেয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে।' (সুরা তাকাসুর : ১-৮)

আমরা প্রায় সময় নানান ব্যস্ততায় ব্যস্ত থাকি। যেকোনো উপলক্ষে অবসর যখন আসে, তা আমাদের জন্য মহামূল্যবান নেয়ামত। সময় আমাদের জীবনের এমন একটি মূলধন, যা বিনিয়োগ করলে আমরা ইহকাল ও পরকালে লাভবান ও উপকৃত হবো; আর এটি হেলায় নষ্ট করলে উভয় জগতে ক্ষতিগ্রস্ত হব। সময় চলে গেলে তা আর কখনো ফিরে আসে না।

সময় হল জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। এটি একবার চলে গেলে আর ফিরে আসে না। সময়ের অপচয় মানে হল জীবনের এক অমূল্য সম্পদের অপচয়। এই অপচয়ের ফলে আমাদের জীবনে নানা ধরনের নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে।

৩১।উপসংহার

সময়ের গুরুত্ব অনুধাবন করা মানবজীবনের এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সময়ের সঠিক ব্যবহার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সাফল্যের চাবিকাঠি। যারা সময়কে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে পারে, তারা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়। অন্যদিকে, সময়ের অপচয় কেবল ব্যর্থতা আর হতাশাই ডেকে আনে।

সময়ের গুরুত্ব কেবল ব্যক্তি জীবনে নয়, সামাজিক, আর্থিক এবং পেশাগত ক্ষেত্রেও অপরিসীম। সময়মতো কাজ সম্পন্ন করার অভ্যাস ব্যক্তি ও সমাজের অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সুতরাং, সময়ের প্রতি সচেতন হওয়া এবং তার যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা আমাদের জীবনের লক্ষ্য পূরণ করতে পারি।

কোনো মানদন্ডেই সময়ের গুরুত্বকে পরিমাপ করা যায় না। অনন্ত প্রসারিত সময়ের যাত্রাপথের। সময় একবার চলে গেলে আর ফিরে আসে না। তাই আমাদের উচিত এই সময়কে যথাযতভাবে কাজে লাগানো। একটা কাজ আগামীকালের জন্য ফেলে রাখা উচিত নয়। আখেরাতের চিন্তা নিয়ে সময়কে সঠিকভাবে কাজে লাগানো।

কেননা ঘড়ি টিক টিক করে অবিরাম গতিতে চলছে আর এর সাথে সাথেই আমাদের উচিত আমাদের কর্তব্য - কর্ম সঠিকভাবে সম্পন্ন করা। সময়ের নিকট থেকে আমাদের পাওনা কড়ায় গন্ডায় আদায় করে নেওয়া উচিত।এক মুহূর্ত সময়ও যেন বৃথা না যায়, সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে।

সময়ের সঠিক ব্যবস্থাপনা এবং সদ্ব্যবহার আমাদের কাজকে সহজ, জীবনকে সুসংগঠিত এবং ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল করে। সফল ব্যক্তি ও সমাজ সবসময় সময়ের গুরুত্বকে প্রথমে স্থান দেয়। তাই, সময়ের সঠিক মূল্যায়ন করাই জীবনের উন্নতি ও সাফল্যের মূলমন্ত্র।আর এই সময় মূল্যায়নের পথে এক মূহুর্ত সময়ও অপচয় বা অনর্থক কাজে ব্যবহার করা উচিত নয়।সময় হলো জীবনের মূলধন, সময় হলো দ্বীন পালনের সৌন্দর্য।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَالاَ يَعْنِيهِ

মানুষের ইসলামের একটি সৌন্দর্য হল, যে কাজে দ্বীন বা দুনিয়ার কোনো ফায়দা নেই তা ছেড়ে দেয়া। -জামে তিরমিযী, হাদীস ২৩১৮

অর্থাৎ যে কাজে আখেরাতের কোনো ফায়দা রয়েছে অথবা দুনিয়ার কোনো বৈধ ফায়দা রয়েছে তা করবে। কিন্তু যে কথা-কাজে দুনিয়া-আখেরাতের কোনো ফায়দা নেই তা করবে না। আর যে কথা-কাজে বিলকুল কোনো ফায়দা নেই, উপরন্তু তাতে ক্ষতি রয়েছে তা অবশ্যই পরিহার করবে, যাতে দুনিয়া-আখেরাতের কোনো লোকসান না হয়।

সময়ই জীবন। সময়কে সম্মান করা মানেই নিজের জীবনকে সম্মান করা। সুতরাং, সময়ের সদ্ব্যবহার এবং সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে আমাদের লক্ষ্য অর্জনে এগিয়ে যেতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রত্যেককে সময়ের গুরুত্ব বোঝার এবং সময়কে সঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে দুনিয়া ও আখিরাতের সাফল্য অর্জনের তৌফিক দান করুন,আমীন ইয়া রব্বাল আ'লামীন।